

অপারেশন জন্নত

অভীক দত্ত

অপারেশন জন্নত

অভীক দত্ত

আদরের নৌকা

প্রথম প্রকাশ- অগাস্ট, ২০২০

OPERATION JANNAT
BY
ABHIK DUTTA
PUBLISHED BY ADORER NOUKA

SWIFT BOOX iWRITE

https://iwrite.app

“□□ □□□□□□□□ □□-□□-□-□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □, □□□□□ □□□□□ □ (□□□□□ □□□□□ □)
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□-□□□□□
□□□□□ □□□□□ □, □□□□□ □□□□□ □ (□□□□□ □□□□□ □)
'□□ □□□□□□□□ □□-□□-□-□□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □, □□□□□ □□□□□ □
□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□-□□□□□
□□□□□ □□□□□ □, □□□□□ □□□□□ □”

সূচিপত্র

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

২৯

১

করাচী, পাকিস্তান।

নভেম্বর, ২০১৬।

জীবনের প্রথম চাকরি। আরিফের স্বপ্নের মত লাগছিল।

অফিস থেকে দেওয়া ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে অটোতে জিন্না রোডে পৌঁছে তাদের অফিসের বড় বিল্ডিংটার সামনে যখন দাঁড়াল, মনে মনে আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ দিল।

আম্মি ফোনে অনেক দুয়া করেছেন তার জন্য। বার বার আল্লাহকে মনে মনে ডেকে আরিফ অফিসের ভিতর প্রবেশ করল।

জয়েনিং এ বেশি ঝামেলা হল না। সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেওয়াই ছিল আগে। এথিক্যাল হ্যাকিং নিয়ে তার প্রোজেক্টের ইন্টারভিউ বোর্ডে খুব প্রশংসা করা হয়েছিল।

তাকে তার অফিসের বায়োমেট্রিক এন্ট্রিতে রেজিস্টার করানো হল। প্রোজেক্ট লিডার ইউনুস স্যার প্রচুর মোটিভেশনাল স্পিচ দিলেন।

এবং অবশেষে তাকে একটা কিউবিকল দেওয়া হল।

আরিফ এতদিন টিভিতে দেখে এসেছে। স্বপ্ন দেখেছে তার একটা নিজস্ব কিউবিকল হবে। ইউনুস স্যার এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, "ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি টু ডে। যা ইচ্ছা কর আজ। কাল থেকে কাজ শুরু করব ইনশাল্লাহ"।

আরিফ ইউনুস স্যারকে "শুক্রিয়া" বলে পিসি অন করল।

অফিসের বাকি সবাই সিরিয়াস মুখে কাজ করছে। সে কী করবে বুঝতে না পেরে একবার নিজের মেইল চেক করল। সেরকম কিছুই মেসেজ আসে নি। গাদা খানেক স্প্যাম এসেছে। তার বেশিরভাগই মিডল ইস্ট কান্ট্রিগুলোতে চাকরি করার আহ্বান। এগুলোর বেশিরভাগ ফেক কোম্পানি। পাকিস্তানে এরকম অনেক কোম্পানি আছে যারা মিডল ইস্টে নিয়ে যাবার নাম করে সিকিউরিটি মানি নিয়ে পালিয়ে যায়। আরিফের চাচাতো ভাই জামিলের সঙ্গেই হয়েছিল।

বেচারার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছিল। পাগলের মত হয়ে গেছিল জামিল।

বাথরুমে যাওয়ার সময়গুলো তাদের ফ্লোরে কে কে আছে একবার করে চোখ বুলিয়ে নেয় আরিফ। সবাই খুব গম্ভীর মুখে কাজ করছে। শুধু একজনকে দেখে একটু অবাক হল সে। ভদ্রলোক সারাদিন ধরে ডেস্কে মাথা রেখে ঘুমিয়ে গেলেন। তাকে বস থেকে শুরু করে কেউ কিছু বলল না।

লাঞ্চ আওয়ারে তার সঙ্গে একে একে পরিচয় হল সাকিল, যায়ান, সুহানের। ক্যান্টিনে সবাই কফি আর স্যান্ডউইচ খাচ্ছিল। আরিফ দেখল ডেস্কে শুয়ে থাকা ভদ্রলোকও এলেন। কফি নিয়ে একটা টেবিলে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

যায়ান বলল, "ওদিকে দেখো না জনাব, তুমি আমাদের মধ্যেই কনসেন্ট্রেট কর"।

আরিফ যায়ানকে বলল, "কেন? কী প্রবলেম?"

যায়ান চুপ করে গেল। সাকিল যায়ানকে বলল, "আরে আজ ইন্ডিয়ার এগেইন্সটে ম্যাচ আছে না? বাবর আজম জেতাতে পারবে আজ?"

আরিফ বুঝল সাকিল কথাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইছে।

সে আর এই নিয়ে কিছু কথা বলল না, তবে তার কৌতূহল বেড়ে গেল।

বিকেল পাঁচটা বাজলে ইউনুস স্যার এসে তাকে বললেন, “আরিফ, ইউ মে গো নাও। কাল থেকে টাইমে এসো। আজ একটু হালকা ছিল, কাল থেকে কিন্তু হেকটিক হবে লাইফ। বি প্রিপেয়ারড ফর দ্যাট”।

আরিফ হেসে ঘাড় নাড়ল, “শিওর স্যার”।

সবাই কাজে ব্যস্ত ছিল। আরিফ একটু সংকোচ নিয়েই বেরোল অফিস থেকে। বাইরে এসে শ্বাস ছাড়ল। একটা দিন গেল।

তার অফিসের প্রথম দিন। আম্মি আব্বুকে ফোন করে বলে দিতে হবে সব কিছু ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে।

কথাটা ভাবতে না ভাবতেই সে দেখল সেই ডেস্কে ঘুমানো ভদ্রলোকও অফিস থেকে বেরোলেন। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল অটোর জন্য। দেখল একটা বিরাট বড় মার্সিডিজ এসে ভদ্রলোককে তুলে নিয়ে চলে গেল।

আরিফ অবাক হল। তার র‍্যাঙ্কেই কাজ করা লোক একটা মার্সিডিজের মালিক? আবার কোন কাজও করেন না? অদ্ভুত তো! একটু ভেবে সে হাল ছেড়ে দিল। কী দরকার প্রথম দিনই এত কিছু ভেবে? সে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। রাস্তাঘাটের দোকানগুলোতে লোক গিজগিজ করছে। ইন্ডিয়া পাকিস্তান ম্যাচ চলছে। ডে নাইট ম্যাচ, ওয়ান ডে। আবু ধাবিতে খেলা হচ্ছে।

আরিফ দাঁড়িয়ে গিয়ে দেখল ইন্ডিয়া ব্যাট করছে। কোহলি সেঞ্চুরি করল।

আরিফ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এক কালে সে খুব ক্রিকেট ভক্ত ছিল। ইদানীং ক্রিকেট থেকে মন উঠে যাচ্ছে। ওয়াকার ইউনুস, ইমরান খান, ওয়াসিম আক্রম, সঈদ আনোয়ার, ইনজামামদের পরের প্রজন্ম আজকাল ইন্ডিয়ার সঙ্গে জিততে ভুলে যাচ্ছে। তার ওপর বেটিং কেলেঙ্কারিতে টিম জর্জরিত। সে খেলা দেখবে না মনস্থ করে এগোতে গিয়ে দেখল কোহলি আউট হয়ে গেছে। সবাই খুব লাফাচ্ছে। আরিফ দাঁড়িয়ে পড়ল।

খেলাটা জমবে এবার।

২

রাত এগারোটা।

পাকিস্তান হেরে গেছে। তেতো মুখে আরিফ টিভি বন্ধ করল।

তার উচিতই হয় নি খেলাটা দেখা।

পরোটা কিনে এনেছিল। খেলো না। একগাদা কোল্ড ড্রিংক্স খেয়ে শুয়ে পড়ল।

পাকিস্তান হারলে তার মন ভাল থাকে না। খুব খারাপ লাগে।

তাদের ছোটবেলাতেও একটা কন্টেস্ট হত ইন্ডিয়ার সঙ্গে খেলা হলে। আজকাল সেটাও হয় না।

যে ফ্ল্যাটটা তাকে কোম্পানি থেকে দিয়েছে, সেটা ষোল তলার। সে চোদ্দ তলায় থাকে। ব্যালকনিতে গেলে আরব সাগর দেখতে পাওয়া যায়।

কাল এসে খুব মজা পেয়েছিল। আজ সব কেমন বিস্বাদ লাগছে। দিনটাই নষ্ট করে দিল। সে খেলা দেখবে না মনস্থ করেও শেষমেশ দেখল, আর তাতে এই হাল হল।

এপাশ ওপাশ করে মাঝরাতে গিয়ে ঘুম এল তার।

ঘুম ভেঙে দেখল অনেক সকাল হয়ে গেছে। ঠিক ঠাক না খেয়েই অফিসে দৌড়ল।

ইউনুস স্যার তাকে বেশ কিছু কাজ দিলেন।

আগের দিন যথার্থই বলেছিলেন ভদ্রলোক। আরিফ মাথা তুলতে পারল না সারাদিন। শুধু বাথরুম করার সময় একবার দেখল সেই ভদ্রলোক একইভাবে ডেস্কে ঘুমাচ্ছেন। তবে লাঞ্চ টাইমে আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না আরিফ। চুপচাপ খেয়ে কিউবিকলে এসে বসল।

এদিন বেরোতে বেরোতে সাতটা বাজল তার। ক্লান্ত লাগছিল। যায়ান বাইক নিয়ে যাতায়াত করে। তাকে বলল, "তুমি আয়াত টাওয়ারসে থাকছো তো? চল ড্রপ করে দি তোমাকে"।

আরিফ আর কিছু বলল না। যায়ান তাকে নিয়ে বিচের ধারে গেল। দুজনের বন্ধুত্ব হতে বেশি সময় লাগল না। যায়ান লাহোরের অভিজাত পরিবারের লোক। এককালে তারা ইন্ডিয়ার অমৃতসরে থাকত। পার্টিশনের সময় এদেশে চলে আসে। যায়ানের খালাতো বোনের সঙ্গে তার বিয়ে হবে খুব সামনেই।

খোলা মনের ছেলে যায়ান। গড়গড় করে অনেক কথাই বলে গেল। সমুদ্রের হাওয়া দিচ্ছে। বিচ চত্বরে বসতে বেশ ভাল লাগছিল।

আরিফ করাচী থেকে আরো দূরে ইরান বর্ডারের কাছে একটা গ্রামে থাকে জানার পর যায়ান খুব উৎসাহ নিয়ে বলল "তোমার গ্রামে নিয়ে যাবে? বর্ডারের কাছে থাকো, অসুবিধা হয় না? তার উপরে বালুচিস্তানে। ইয়া আল্লা। অসুবিধা তো হবেই।"

আরিফ হেসে জবাব দিল, "অতটাও কাছে না। অনেকখানি দূরে। আমাদের গ্রামে অত কিছু নেই, তবে হালত খুব যে ভাল তাও না। আমার পড়াশুনা সবটাই করাচিতে। এবার ধীরে ধীরে ফ্যামিলিকেও নিয়ে আসব। বর্ডারের কাছে যারা থাকে, তাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। বুঝতেই পারো সীমান্তবর্তী অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যায়। মিলিট্যান্টস নিয়েও অনেক সমস্যা আছে ওদিকে। ঝামেলা লেগে থাকে সারাবছর ধরে।"

যায়ান বলল, "সে তো ঠিকই। লাহোর সেদিক দিয়ে অনেক ভাল। তবে কে জানে, ইন্ডিয়ার সঙ্গে ওয়ার সিচুয়েশন হলে কতখানি সেফ থাকব"।

আরিফের হঠাৎ করেই অফিসে ঘুমানো লোকটার কথা মনে পড়ে গেল। সে বলল, “আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলবে?”

যায়ান বলল, “তুমি আমাকে সব কথা জিজ্ঞেস করতে পারো, কিন্তু কোন দিন বেগ সাহেবের ব্যাপারে জানতে চাইবে না। আমিও একবার ইউনুস স্যারের কাছে ওর ব্যাপারে জানতে চেয়ে ভীষণ বকা খেয়েছিলাম। আমাদের ওপরে ইন্সট্রাকশনই আছে বেগ সাহেবের ব্যাপারে যেন কেউ কিছু জানতে না চাই”।

আরিফ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, “ঠিক আছে। আমি তোমার কাছে আর কিছু জানতে চাইব না। শুধু একটা ব্যাপার দেখেই অবাক লাগল, উনি কত টাকা স্যালারি পান যে মার্সিডিজ করে অফিস যাতায়াত করেন? আর যদি ঘুমাবেনই, তাহলে অফিসে আসবেন কেন? এতই যদি পাওয়ারফুল লোক হন তিনি, তাহলে সরাসরি বাড়ি থেকেই ডিউটি করতে পারেন তো”।

যায়ান হাসল, “আরিফ প্লিজ। ভুলে যাও। ট্রাই টু ইগনোর হিম। তোমার কপাল ভাল, তুমি আজ বা গতকাল ইউনুস স্যারের কাছে কিছু জানতে চাও নি বেগের ব্যাপারে। আমি এখনো সেই ঝাড়টা ভুলতে পারি না। প্লিজ লিভ ইট। কাজু খাবে?”

আরিফ ব্যাজার মুখে হ্যাঁ বলল।

৩

অফিস ঢুকে আরিফ একটু অবাক হয়ে গেল। বেগ সাহেবের সিটটা ফাঁকা।

ইউনুস স্যার তাকে দেখেই ডেকে নিলেন, “এদিকে এসো আরিফ। একগাদা কাজ আছে। আর শোনো, আমার কেবিনে এসো একবার”।

আরিফ নিজের কিউবিকলে ব্যাগ রেখে ইউনুস স্যারের চেম্বারে গেল। ইউনুস স্যার বললেন, “অফিস থেকে তোমাকে দু সপ্তাহের জন্য ট্রেনিঙে ইসলামাবাদ পাঠানো হবে। যদিও তোমার অ্যাকাডেমিক বেশ ভাল, তবু একটা অন জব ট্রেনিং হবে তোমার”।

আরিফ খুশিই হল। তার ঘুরতে বেশ ভালই লাগে। সে বলল, “জি জনাব”।

ইউনুস স্যার বললেন, “কোন প্রবলেম নেই তো?”

আরিফ বলল, “না জনাব। কবে যেতে হবে?”

ইউনুস স্যার বললেন, “আমি তোমাকে ডেটটা আজ বিকেলের মধ্যেই জানিয়ে দেব। খান ব্রাদার্সের এই ফাইলটা দেখতে থাকো। ব্রিফ করব আবার কিছুক্ষণ পরে”।

আরিফ ইউনুস স্যারের কেবিন থেকে বেরিয়ে কিউবিকলে এসে ফাইলটা দেখতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর অফিসের এক জন তার কিউবিকলে এসে বলল, “তোমায় ডাকছেন”।

আরিফ জিজ্ঞাসু হল, “কে?”

লোকটা তাকে চোখ দিয়ে ইশারা করল। আরিফ দেখল বেগ সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। সে অবাক হল। পরক্ষণে বলল, “ওকে”।

সে কিউবিকল থেকে বেরিয়ে বেগ সাহেবের কিউবিকলের দিকে হাঁটার সময় স্পষ্ট বুঝতে পারল, গোটা ফ্লোরের সবাই তাকে কৌতূহলী চোখে দেখছে। খানিকটা অস্বস্তি হল তার। তবু সে বেগ সাহেবের কাছে পৌঁছল।

বেগ সাহেব তাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “ফলো মি”। হতভম্ব আরিফ বেগ সাহেবের পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। বেগ তাকে ব্যালকনিতে নিয়ে গিয়ে বললেন, “কফি?”

আরিফ মাথা নাড়ল, “না স্যার”।

বেগ বলল, “লজ্জা লাগছে?”

আরিফ হাসল। বেগ কফি মেশিন থেকে দু কাপ কফি নিয়ে এসে আরিফের হাতে দিয়ে বলল, “তুমি বালোচের লোক তাই না?”

আরিফ অবাক হল। বলল, “আপনি কী করে জানলেন?”

বেগ হেসে কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, “গ্রামে যাও না কত দিন হল?”

আরিফ বলল, “অনেক দিন হয়ে গেছে”।

বেগ বলল, “কেন যাও না?”

আরিফ বলল, “পড়াশুনা করে এখানেই চাকরির জন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। যাওয়া হয় নি ওই জন্যই”।

বেগ তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, “ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কী লাভ, তা যদি দেশের কোন কাজে না লাগল? আমাদের মানুষের কোন কাজে না লাগল?”

আরিফ অবাক হয়ে বলল, “আমাদের মানুষ বলতে?”

বেগ বলল, “আফগানিস্তানে আমেরিকান আর্মি যেটা করেছে, সেটা সাপোর্ট কর তুমি?”

আরিফ বুঝতে পারল না এই প্রশ্নটা তাকে কেন করা হল।

সে বলল, “কোন মানুষই তো সমর্থন করতে পারে না। খুব বাজে কাজ হয়েছে”।

বেগ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে কফি খেয়ে বলল, “যাও। আর কিছু বলার নেই”।

আরিফ কিছুই বুঝল না। নিজের কিউবিকলে গিয়ে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর ইউনুস স্যার ফোন করে তাকে ডাকলেন। আরিফ কেবিনে ঢোকার পর বললেন, “আরিফ, তুমি খান ব্রাদার্সের ফাইলটা আমায় দিয়ে যেও। ওটাতে এখন কোন কাজ করতে হবে না। আর শোন, আমি তোমাকে একটা চিঠি আর অ্যাড্রেস দিচ্ছি। পরশু থেকে ইসলামাবাদে তোমার ট্রেনিং আছে। চলে যেও। চাইলে এখনই অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে পারো। পজিটিভলি কাল রাতের মধ্যে ইসলামাবাদ পৌঁছে যেও। ক্লিয়ার?”

আরিফ বলল, “ওকে স্যার”।

ইউনুস স্যার বললেন, “আমি ক্যাশিয়ারকে বলে দিচ্ছি। তোমার টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ইসলামাবাদে গিয়ে কোন রকম প্রবলেম ফেস করলে আমাকে ফোন করে নেবে। ওকে?”

আরিফ ঘাড় নাড়ল, “ওকে স্যার”।

ইউনুস স্যারকে খান ব্রাদার্সের ফাইলটা দিয়ে নিজের কিউবিকলে গিয়ে চুপ করে বসল আরিফ। কী হল কিছুই বুঝতে পারল না। বাকিরা সবাই তার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে। দ্বিতীয় দিন একগাদা কাজ করাল, তৃতীয় দিন কাজ না করিয়ে বলছে ইসলামাবাদ যেতে হবে, বেগ সাহেবের অদ্ভুত সব কথা, আরিফের কিছুই মাথায় ঢুকল না। যায়ানের দিকে তাকাল। যায়ান তাকে যেন চিনলই না। গম্ভীর মুখে কাজ করতে লাগল।

ক্যাশিয়ার এসে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে বেশ কিছু টাকা দিল।

আরিফ জিজ্ঞেস করল, “সই করতে হবে না?”

ক্যাশিয়ার বলল, “না”।

আরিফ আর কিছু জিজ্ঞেস না করে লাঞ্চের আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে স্টেশনে পৌঁছল। করাচী থেকে সঈদ ফাস্ট এক্সপ্রেস ট্রেন রাত এগারোটায় ছাড়ে। পরের দিন বিকেল চারটেয় রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছয়। সেখান থেকে ইসলামাবাদ এক ঘন্টার রাস্তা। সন্ধ্যের আগেই ইসলামাবাদ পৌঁছে যাওয়া যাবে। আরিফ ঠিক করল রাতেই রওনা দেবে। সে ফ্ল্যাটে গিয়ে গোছগাছ করতে শুরু করল।

৪

ক্যুপে বুক করা ছিল আরিফের। দুজনের এসি ক্যুপেতে দ্বিতীয়জন এলো না। আরিফ খুশিই হল।

চিরকাল ট্রেনের জেনারেল কামরায় যাওয়া আসা করেছে সে। অফিস থেকে ক্যুপের টাকা দেবে দেখে আনন্দ পেয়েছে। বিছানা করে ঘুমিয়ে পড়ল সে। ঘুম ভাঙল যখন, তখন ভোর হয়েছে। ট্রেন তীব্র গতিতে ছুটছে। কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখল আরিফ। রুক্ষ্ম চারপাশ। গাছ পালার চিহ্নমাত্র নেই। ভাল কোন দৃশ্যও নেই।

বাথরুম সেরে প্যান্ট্রির দিকে এগোল সে। ব্রেকফাস্ট পাওয়া যাচ্ছে। নিজের জন্য ব্রেড আর জ্যাম নিয়ে ক্যুপেতে ফিরে এসে বসল।

আম্মি আব্বুর সঙ্গে ট্রেনে ওঠার আগে কথা হয়েছে। দুজনেই ভীষণ খুশি। আব্বু একবার ইসলামাবাদ গেছিল। বলে দিল করাচীর মত ইসলামাবাদেও প্রচুর চোর আছে। বড় শহর মানেই চোর, ছ্যাঁচোড়ের শহর। সাবধানে থাকে যেন।

আরিফ নিজের মনেই হাসল। আম্মি আব্বুর কাছে সে কোন দিন বড় হবে না। ছোটই থাকবে।

ট্রেন ‘জানিওয়ালা’ স্টেশনে দাঁড়াল কিছুক্ষণের জন্য। আরিফ ট্রেন থেকে নেমে হাঁটাহাটি করল। জল নিল।

ট্রেনে উঠে নিজের ক্যুপেতে ঢুকে দেখল এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক বসেছেন। লম্বা সৌম্য চেহারা। মুখ ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ি। তাকে দেখে হেসে বললেন, “সালাম ওয়ালাইকুম। রাওয়ালপিন্ডি যাবেন?”

আরিফ প্রত্যুত্তরে হেসে বলল, “হ্যাঁ। আপনার এখান থেকে বুকিং?”

ভদ্রলোক বললেন, “হ্যাঁ। রাওয়ালপিন্ডিতে অনেক কাজ আছে। ঘড়ির বিজনেস আছে। আপনি?”

আরিফ বলল, “আমি আইটি সেক্টরে আছি। ট্রেনিং এর জন্য ইসলামাবাদ যাচ্ছি”।

ভদ্রলোক বকবক করতে করতে আরিফের মাথা খারাপ করে দিলেন। আরিফ ঘুমানোর ভান করলে তারপরে ঠান্ডা হলেন। দুপুরে আরিফ বিরিয়ানি খেল। ট্রেনের বিরিয়ানি অত ভাল লাগল না। তবু ঝাঁকুনিতে ক্ষিদে পায়। সামনের ভদ্রলোক টিফিন নিয়ে এসেছিলেন। একগাদা খেয়ে নাক ডাকতে শুরু করলেন।

আরিফের হাসি পেল। দুপুর তিনটে গড়িয়েছে। ট্রেন রাইট টাইমেই আছে। আর কিছুক্ষণ পরেই রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছে যাবে। খানিকটা নার্ভাস লাগছিল।

ইসলামাবাদ একেবারে নতুন শহর তার কাছে। তার ওপর দেশের রাজধানী। খুব স্মার্ট হবে এখানকার মানুষজন?

চোখ বন্ধ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে ছাড়তে লাগল।

আব্বু শিখিয়েছিল। যখনই টেনশন হবে, একটু শ্বাস নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছাড়লে অনেকটা টেনশন মুক্ত থাকা যায়। কিছুক্ষণ এই প্রক্রিয়া মেনে চলে আরিফ দেখল খানিকটা ভাল লাগছে। সে নামার জন্য প্রস্তুত হল। রাওয়ালপিন্ডিতেই তো যাত্রা শেষ হবে না। সেখান থেকে আবার ইসলামাবাদের পথে রওনা দিতে হবে।

আরিফ ঠিকানাটা মোবাইলে লিখে নিয়েছিল। একবার ভাবল সামনের ভদ্রলোককে ঘুম থেকে তুলে জিজ্ঞেস করবে জায়গাটা কোথায়। পরক্ষণে সিদ্ধান্ত পাল্টাল। এ লোক বড্ড বেশি কথা বলে। একবার শুরু করলে বাকি পথটুকুও কানের পোকা নাড়িয়ে দেবে। সে ঠিক করল স্টেশনে নেমে ট্যাক্সি করে নেবে।

সন্ধ্যের আগে ইসলামাবাদে পৌঁছতে পারলেই ভাল। অজানা অচেনা শহর রাতের অন্ধকারে আরো ভয়ানক হয়ে যায়। একটা রাতের ব্যাপার। রাতটা ইসলামাবাদের কোন হোটেলে কাটিয়ে নিয়ে পরের দিন

ট্রেনিং এ ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলেই হবে।

ট্রেন রাওয়ালপিন্ডি স্টেশনে ঢুকছে। সামনের ভদ্রলোককে ঠেলে তুলতে হল। ভদ্রলোকের ঘুম কিছুতেই ভাঙছিল না। ঘুম ভাঙতেই ধড়মড় করে উঠে তার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বললেন, "কোন অসুবিধা হলে আমাকে ফোন করবেন জনাব"।

আরিফ হাসল, "শুক্রিয়া"।

কার্ডটা পকেটে রাখল।

রাওয়ালপিন্ডি স্টেশনে খুব একটা ভিড় নেই। তার সঙ্গী ভদ্রলোক স্টেশনে নেমে হন হন করে হাওয়া হয়ে গেলেন। আরিফকে একটু পরিশ্রম করতে হল। স্টেশনের বাইরে প্রচুর ট্যাক্সি, একেকজন একেক ভাড়া বলছে। নতুন শহরে আরিফ একটু থতমত খেয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল। ড্রাইভার কিশোর কুমারের গান চালিয়ে দিল।

আরিফ চুপ করে শুনতে লাগল। হোক ভারতীয়, কিশোর কুমার আর মহম্মদ রফির গান তার বড্ড ভাল লাগে।

৫

ইসলামাবাদে হোটেল পেতে অসুবিধা হল না আরিফের। রাওয়ালপিন্ডির ট্যাক্সি ড্রাইভার লোকটাই তাকে একটা ছোট্ট সুন্দর হোটেলে নিয়ে গেলেন। পৌঁছতে সন্ধ্যে সাতটা বাজল। বাজারের মধ্যে হোটেল। গমগম করছে চারদিক।

আরিফ কিছু খেয়ে একটা বড় শপিং মলে ঢুকল।

ঝা চকচকে শপিং মল। এদিক সেদিক ঘুরে তার মনে পড়ল তার একটা জুতো কেনা দরকার। সে একটা দোকানে ঢুকে জুতো কিনল। মলের ফুড কোর্টে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কোল্ড ড্রিংক্স খেল।

আরও বেশ কিছুক্ষণ এদিক সেদিক করে হোটেলে রাতের দিকে পৌঁছতে দেখল ইউনুস স্যার ফোন করছেন।

ধরল সে, "সালাম স্যার"।

"পৌঁছেছো তো সহি সালামাত?"

ইউনুস স্যার জানতে চাইলেন।

আরিফ হাসল, "জি জনাব। হোটেলেই আছি এখন,কাল সকালের দিকে বেরিয়ে ঠিকানাটা ঠিক খুঁজে নেব"।

ইউনুস স্যার বললেন, "ভাল করে ট্রেনিং কর আরিফ,আমাদের অফিসের অনেক নওজোয়ানের মধ্যে থেকে তোমাকে পছন্দ করা হয়েছে মানে তোমার মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে বলেই করা হয়েছে,নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?"

আরিফ বলল, "অনেক শুক্রিয়া জনাব। আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট"।

ইউনুস বললেন, "ইউ শুড,ট্রেনিং ভাল হলে কিন্তু অ্যাব্রোডেও পাঠানো হয়,জানো তো?"

আরিফ বলল, "জি জনাব,ইন্টারভিউয়ের সময় সেরকম শুনেছিলাম। আপনাকে অনেক শুক্রিয়া"।

ইউনুস বললেন, "সাবধানে থাকো। বি ইন্টেলিজেন্ট। বি ব্রেভ। বাই। গুড নাইট"।

ফোনটা রেখে আরিফ ঠোঁট ওলটাল। ব্রেভ হবার কী আছে?

অদ্ভুত কথা!

সে রাতে আর কিছু খেল না।

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর কোল্ড ড্রিংক্সেই পেট ভরে গেছিল।

ঘুমিয়ে পড়ল সে।

রাতে খুব ভাল ঘুম হল। অপরিচিত জায়গায় ঘুমাতে তার কোন কালেই কোন সমস্যা হয় না। এক ঘুমে রাত কাবার হয়ে গেল। ভোরে উঠে স্নান সেরে নিল সে।

ব্যাগ গুছিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে মোবাইলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই ঠিকানায় যেতে হবে জনাব। কত দূর এখান থেকে?"

বুড়ো ট্যাক্সিওয়ালা তার দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে ঠিকানাটা দেখে বলল, "ঘন্টাখানেক লাগবে। উঠে বসুন"।

আরিফ ট্যাক্সিতে উঠল।

ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, "আপনি ব্যবসা করেন?"

আরিফ অবাক হয়ে বলল, "না। কেন বলুন তো?"

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "ঠিকানা তো খুরশিদ মার্কেটের। ওখানে ড্রাই ফ্রুটের পাইকারি বাজার আছে। তাই ভাবলাম"।

আরিফ হাসল, "না জনাব আমি আইটি কোম্পানিতে চাকরি করি। ওই ঠিকানায় আমার ট্রেনিং আছে"।

ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "ট্রেনিং?খুরশিদ মার্কেটে কীসের ট্রেনিং হয়?"

আরিফ বলল, "সেটা তো গিয়ে জানা যাবে জনাব। আমি তো কিছুই চিনি না"।

ট্যাক্সিওয়ালা বুঝদারের মত মাথা নাড়ল।

ইসলামাবাদ বেশ সাজানো গোছানো শহর। করাচীর মত গিজগিজে না। প্ল্যান করে তৈরী করা । আরিফের বেশ ভাল লাগছিল।

একটা ঘিঞ্জি বাজার মত জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "নিন জনাব। আপনার খুরশিদ মার্কেট এসে গেছে"। আরিফ অবাক হল,চারদিকে গিজগিজ করছে দোকান। এটা দেখে কোন অফিস পাড়া বলেই মনে হচ্ছে না।

অল্টার টেকনোলজি,১৩ মাহমুদ রোড।

মোবাইলে ঠিকানাটা দেখে আরিফ এগোল।

রাস্তায় যেসব লোক ছিল,তারা প্রথমে মাহমুদ রোড চিনতেই পারল না। পাঁচ ছ জনকে জিজ্ঞেস করার পরে অবশেষে একজন দেখালো।

একটা সরু ঘিঞ্জি গলি। গলিতে ঢুকে খানিকটা এগনোর পর একটা ছোট্ট দোকান দেখতে পেল।

দর্জির দোকান। একজন বৃদ্ধ লোক বসে কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটছে।

আরিফ অবাক চোখে সেটা দেখে বুঝল কোন ভুল হয়েছে।

ইউনুস স্যারকে ফোন করল। ফোন রিং হয়ে গেল। ইউনুস স্যার ফোন ধরলেন না।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে আরিফ বৃদ্ধ দরজিকেই জিজ্ঞেস করল, "চাচা,এখানে অল্টার টেকনোলজির অফিস কোথায় আছে?"

বৃদ্ধ সেলাই থামিয়ে ফেজ টুপি খুলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে আবার সেলাই করতে শুরু করল।

আরিফ আরেকবার ইউনুস স্যারকে ফোন করল।

ফোন এবার সুইচ অফ বলল।

অবাক হয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে আরিফ বৃদ্ধর দোকানের পাশে একটা মশলার দোকানে এক লোক বসে ছিল,তাকে জিজ্ঞেস করল, "জনাব,এখানে অল্টার টেকনোলজির অফিস কোথায় বলতে পারবেন?"

সে লোক তার দিকে তাকিয়ে থেকে বৃদ্ধ দর্জির দিকে দেখিয়ে বলল, "চাচাই জানে"।

আরিফ বৃদ্ধকে আবার জিজ্ঞেস করল, "চাচা"...

বৃদ্ধ বলল, "দোকানের ভিতরে ঢুকে একটা সিড়ি আছে। সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাও"।

আরিফ অবাক হল। কিন্তু বৃদ্ধের কথা অমান্য করল না। বৃদ্ধকে পাশ কাটিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকল।

খুব কম পাওয়ারের একটা বাল্বের আলোয় বাস্তবিকই একটা সিড়ি চোখে পড়ল।

আরিফ সিড়ি দিয়ে নামল। বেশ খানিকটা নামার পর একটা দরজা দেখল,ইতস্তত করে দরজা ধাক্কাল সে।

ধাক্কানোর সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক দরজা খুলে দিল।

ছোট্ট একটা অফিস। দশ বারোটা কম্পিউটার আছে। সবাই চুপ চাপ বসে কাজ করছে। এসি চলছে।

তাদের করাচীর অফিসের সঙ্গে এই অফিসটাকে আরিফ মেলাতে পারল না।

করাচীর জিন্না রোডের ওপরে অত বড় অফিস যাদের তাদের কেন এই রকম জায়গায় ট্রেনিং করতে পাঠানো হবে?ছেলেটা তার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "বলুন"।

আরিফ বলল, “আমি ট্রেনিঙের জন্য এসেছি"।

ছেলেটা বলল, “আরিফ?ইউনুস পাঠিয়েছেন?”

আরিফ ঘাড় নাড়ল।

ছেলেটা একটা চেয়ার এনে দিয়ে বলল, “বসুন"।

আরিফ চেয়ারে বসল।

ছেলেটা একটা কম্পিউটারে বসে পড়ল আবার।

আরিফ চুপ করে বসে থাকল।

কয়েক মিনিট পর দর্জিচাচা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে তার দিকে তাকিয়ে বলল, “ফলো মি"।

আরিফ চাচার মুখে ইংরেজি শুনে আরও অবাক হয়ে গেল।

চাচা তাকে নিয়ে একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করল।

বলল, “বস"।

আরিফ বসল।

চাচা পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, “দেখো"।

আরিফ কিছু না বুঝেই মোবাইলটা হাতে নিল,মোবাইকে একটা ছবি ছিল,দেখেই তার হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেল।

সে লাফিয়ে উঠে বলল, “একী?”

চাচা বলল, “তোমার আম্মি আব্বু,বালোচের ইন্ডিয়া সাপোরটেড বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে আজ একটু আগে শহীদ হয়েছেন.ওরা এসেছিল মুখে কালো কাপড় দিয়ে,তোমাদের গোটা গ্রাম শেষ করে দিয়ে গেছে ওরা"।

আরিফ মেঝেতে বসে পড়ল।

পরক্ষণেই ফোন বের করে বাড়িতে ফোন করল। আম্মি আব্বু দুজনের ফোনই সুইচড অফ বলছে।

সে দু হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল। চাচা চুপ করে চেয়ারে বসে থাকল।

কয়েক মিনিট পরে সামলে উঠে সে চাচাকে বলল, “আপনি কী করে জানলেন?এত দূরে এখানে খবরই বা এল কী করে?আর আমি এই অফিসে কী করছি?”

চাচা এবার উঠে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “আল্লাহ খবর দেন তার অনুসরণকারীদের। আমার জানার ছিল,আমি জানতে পেরেছি। ওরা আমাদের দেশটাকে শেষ করে দিচ্ছে। আমরা প্রতিশোধ নেব না আরিফ মিয়াঁ?”

আরিফের দু চোখ বেয়ে আবার জলের ধারা গড়াতে শুরু করল। সে আর উত্তর দিতে পারল না।

৬

আরিফকে একজন এসে একটা থালায় কাজু আর আখরোট দিয়ে গেল।

আরিফের মাথা কাজ করছিল না। চাচা তাকে মেঝে থেকে তুলে চেয়ারে বসিয়েছে।

নিজেকে সামলাতে আধঘন্টা লাগল তার।

এই পুরোটা সময় চাচা আরিফের সামনে বসে ছিল।

তার কান্না থামলে আরিফ বলল, "আমাকে আজকেই বাড়ি যেতে হবে। আপনি পারলে আমাদের অফিসে জানিয়ে দেবেন। আব্বু আম্মিকে আমি শেষ দেখা দেখতে চাই"।

চাচা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলল, "তোমাদের গ্রাম এখন বিদ্রোহীদের দখলে। ওখানে যাওয়া মানে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। একজনকেও ছাড়ছে না ওরা। দেখা মাত্র গুলি করছে। আমাদের সেনাও ওখানে ঢুকতে পারে নি"।

আরিফ বলল, "তাহলে আমি কী করব?"

চাচা বলল, "বদলা নিতে চাও না? বাবা মার খুনীকে মারতে চাও না?"

আরিফ কিছু সময় মাথা নিচু করে বসে থেকে বলল, "চাই"।

চাচা বলল, "প্রতিবছর বালুচিস্তানের প্রতিটা অঞ্চলে এই সব টেরোরিস্টরা একটার পর একটা গ্রামে হামলা করে। মসজিদে বিস্ফোরণ ঘটায়। এমনি এমনি হয় বলে তোমার মনে হয়? এদের পিছনে আছে ইন্ডিয়ানদের হাত। একইভাবে ওরা আমাদের ভাইদের ওপর অত্যাচার করে চলেছে কাশ্মীরে। আমাদের মানুষেরা মার খেয়ে মরছে ওখানেও। আমরা যদি ওদের শাস্তি না দিতে পারি, তাহলে আয়নায় নিজের মুখ দেখা উচিত না আমাদের"।

আরিফ বলল, "আমি ইউনুস স্যারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি জানিনা আমি এখানে কী করে এলাম, এত বড় একটা ঘটনা ঘটল আমার সঙ্গে, আমার অফিসে ইনফর্ম করা উচিত"।

চাচা হেসে বলল, "বেশ। কথা বল'।

ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করল চাচা। তার দিকে রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও কথা বল"।

আরিফের ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল। সে কোন রকমে কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা ধরতে পারল।

ওপাশ থেকে ইউনুস স্যারের গলা ভেসে এল, "হ্যালো"।

আরিফ বলল, "স্যার আমি আরিফ বলছি"।

ইউনুস স্যার বললেন, "তুমি পৌঁছে গেছো?"

আরিফ কেঁদে ফেলল, "স্যার, আমার আম্মি আব্বু..."

ইউনুস স্যার বললেন, "জানি। তোমাদের গ্রাম এখন বালুচ জঙ্গীদের দখলে"।

আরিফ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "স্যার, আমার কি এখানেই ট্রেনিং ছিল? অ্যাড্রেসটা ভুল ছিল না তো?"

ইউনুস স্যার বললেন, "একদম ঠিক অ্যাড্রেসে পাঠিয়েছি তোমায়। চাচা যা বলেন, সেভাবে চল, অনেক উন্নতি করবে। বেস্ট অফ লাক"।

ফোনটা কেটে গেল।

আরিফ চাচার দিকে ক্লান্ত মুখে তাকিয়ে বলল, "ট্রেনিং কবে শুরু হবে আমার?"

চাচা বলল, “আজ, এখন থেকে”।

চাচা উঠে দেওয়াল আলমারীটাকে গায়ের জোরে ঠেলল। সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল সরে গিয়ে সেখানে একটা কাঁচের দরজা এসে গেল। আরিফ দেখল একটা বিরাট ঘরে অসংখ্য লোক কাজ করছে। চাচা বলল, “দরজা পেরিয়ে চলে যাও”।

আরিফ স্খলিত পায়ে কাঁচের দরজাটা ঠেলল।

দরজা খুলে গেল। আরিফ দরজা পেরিয়ে ঘরটায় প্রবেশ করা মাত্র চাচা আলমারীটা আগের জায়গায় নিয়ে গেল।

চমকে পিছন ফিরল আরিফ। দেওয়াল আবার আগের মত হয়ে গেছে। কিন্তু এ যেন আশ্চর্য এক জায়গা। ঘিঞ্জি বাজারের মধ্যে দরজির দোকান পেরিয়ে সে বড় একটা ঘরে চলে এসেছে, যে ঘরে নাকি প্রবেশ করতে হয় কোন এক আলমারি সরিয়ে। প্রবল শোকের মধ্যেও আরিফের অবাক লাগছিল। এরকম জায়গা থাকতে পারে ইসলামাবাদে, এটাই তো কোন দিন কল্পনাই করে নি সে।

একজন মধ্যবয়সী লোক যেন মাটি ফুঁড়ে তার সামনে এসে হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, “ওয়েলকাম টু আই এস আই”।

আরিফ আই এস আই শুনে অবাক হয়ে হাঁ করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

৭

“আরিফ আহমেদ খান। গ্রাম আজমানাবাদ। বালুচিস্তান। ওয়েস্ট পাকিস্তান।

ফাদার উসমান খান। মাদার আমিনা খান। রাইট”?

মধ্যবয়স্ক লোকটি তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল।

আরিফ বলল, “রাইট। আমার সম্পর্কে এত কিছু জানলেন কী করে?”

লোকটা তার দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলল, “আমি মিরান জাফর। ইউ ক্যান কল মি মিরান”।

আরিফ মিরানের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনারা এত কিছু জানলেন আমার সম্পর্কে আর আমাদের গ্রামটাকে বাঁচাতে পারলেন না? আর আমিই বা কেন এখানে এলাম?”

মিরান তার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমার ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক আরিফ। সমস্যাটা হল ওয়েস্ট বালুচিস্তানে আমাদের ফুল কন্ট্রোল নেই এই মুহূর্তে। ইন্ডিয়া আমাদের টেরোরিজম গ্রুপগুলোকে সাপোর্ট দিচ্ছে। তোমাকে যখন আমরা আমাদের কাজের জন্য পিক করেছিলাম, তখনও জানতাম না এই অ্যাটাকটা হবে। ওরা একেবারে অতর্কিতে আজ সকালে তোমাদের গ্রামটাকে আক্রমণ করেছে। আমাদের কিছু করার ছিল না। এটা সম্পূর্ণভাবে কাকতালীয় যে তুমি আজ এখানে এলে আর আজই ঘটনাটা ঘটল”।

আরিফ বলল, “মানে? আমাকে পিক করেছেন মানে? কবে পিক করলেন, কেন পিক করলেন? আমি কেন আপনাদের হয়ে কাজ করব?”

মিরান রাগল না। বলল, “যেদিন করাচীতে ইন্টারভিউ দিয়েছিলে সেদিনই আমরা পিক করেছি তোমাকে। ওখানে অনেকেই ছিল, কিন্তু আমাদের তোমাকে দরকার। উই নিড ইউ ইন কাশ্মীর আরিফ”।

আরিফ বুঝল না। বলল, “কাশ্মীর? মানে?”

মিরান হাসল, “ব্রেকফাস্ট করে নাও। তারপর বুঝিয়ে বলছি”।

আরিফ বলল, “আমার পক্ষে এখন কিছু খাওয়া সম্ভব না স্যার। আর এই মুহূর্তে আমি একেবারেই বিধ্বস্ত। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাড়ি যেতে চাই”।

মিরান বলল, “তোমাকে মঈনুদ্দিন বলে নি, তোমাদের এলাকা এখন পুরোপুরি বালোচ টেরোরিস্টদের দখলে?”

আরিফ মাথা নিচু করল।

মিরান বলল, “আমাদের দেশটাকে ওরা বিভিন্ন ভাবে কন্সপিরেসি করে শেষ করে দিচ্ছে, সর্বত্র আমাদের পাকিস্তানী সেনারা পিছিয়ে পড়ছে, দিনের পর দিন আমাদের মা বোনেদের কাশ্মীরে ইন্ডিয়ান আর্মি রেপ করছে, ভাইদের বিনা বাক্যে কুকুরের মত গুলি করে মারছে, তোমার নিজের আম্মি আব্বু, যারা তোমাকে এত কষ্ট করে এত আদর করে বড় করলেন, তাদের প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই? তোমার প্রতিশোধ নেওয়ার কোন ইচ্ছা জাগছে না”।

আরিফ দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলল, “আমার এই সকালটাকেই বিশ্বাস হচ্ছে না স্যার। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না আমার ফ্যামিলির ওপর দিয়ে এতবড় ডিজাস্টার হয়ে গেছে। যে গ্রামে আমি জন্মেছি, যে গ্রামে আমি বড় হয়েছি, সেখানে আজ এই অবস্থা... আমার বাবা মা...”

আরিফ কেঁদে ফেলল।

মিরান আরিফের কাঁধ চাপড়ে ল্যাপটপটা আরিফের দিকে ঘুরিয়ে বলল, “কিছুক্ষণ আগে তোমাদের গ্রাম থেকে এই ছবিগুলো পেয়েছি ইউজিং ড্রোণ ক্যামেরা। জাস্ট ওয়াচ”।

আরিফ দেখল বেশ কয়েকটা বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়ার ছবি দেখল। জঙ্গীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে বন্দুক নিয়ে উল্লাস করছে। আরিফ বলল, "প্লিজ আর দেখাবেন না। এত রক্ত আমি আর দেখতে পারছি না"।

মিরান বলল, "স্বাভাবিক। কোন সুস্থ মানুষ এই দৃশ্য দেখতে ভয় পাবে। কিন্তু আমাদের ভয় পেলে চলবে না। উই হ্যাভ ডিউটিজ টু ডু। রিভেঞ্জেস টু টেক। ওদের এত সহজে ছেড়ে দেব আমরা? এটা হতে পারে?"

আরিফ রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে বলল, "ঠিক আছে। তাহলে আমাদের গ্রামে সেনা পাঠাবেন? আমাকে আর্মস দিন। আমিও যেতে চাই"।

মিরান হেসে আরিফের পিঠে হাত দিয়ে বলল, "এই তো, স্ফুলিঙ্গটা এসেছে। দ্যাটস দ্য স্পিরিট। হ্যাঁ, আরিফ, তোমাকে আর্মস দেওয়া হবে। কিন্তু তোমার গ্রামে যাওয়ার জন্য না। তোমাকে একটা আরো কঠিন মিশনে পাঠাবো আমরা। দেশের কাজে পাঠাব। তোমাকে শ্রীনগর যেতে হবে"।

আরিফ বলল, "সে তো ইন্ডিয়ায়। কী করে যাব?"

মিরান বলল, "সে দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও। আপাতত একটা কথা বল, আর ইউ রেডি"?

আরিফ বলল, "আপনি শিওর আমি কাজটা পারব?"

মিরান বলল, "টু হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর এই কাজটা তুমিই পারবে"।

আরিফ বলল, "কী করতে হবে আমাকে?"

মিরান খুশি হল। বলল, "লেটস হ্যাভ ব্রেকফাস্ট টুগেদার। তারপর সব জানাচ্ছি"।

৮

“নিজের ধর্মের মানুষের কথা কখনও ভেবেছো আরিফ?তারা একেকটা দেশে কত কষ্ট করে বেঁচে থাকছে,সেটা জানলে তোমার রক্ত গরম হয় না?”

আরিফকে খেতে দেওয়া হয়েছে। বাখরখানি। আরিফের গলা শুকিয়ে আসছিল। একটু খেয়েই রেখে দিয়েছে সে।

মিরানের প্রশ্নটা শুনে সে বলল, “খারাপ লাগে ঠিকই কিন্তু এর বেশি কোন দিন ভেবে দেখিনি"।

মিরান কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, “আমাদের দেশের এটাই সমস্যা। সবাইকে দেশের কাজে ইন্সপায়ার করার দরকার পড়ে। আমরা জেনেও না জানার ভাব করে বসে থাকি। এই মুহূর্তে ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরের আজাদি পাওয়াটা আমাদের সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। দিনের পর দিন আমরা তোমাকে হোয়াটস অ্যাপে মেসেজ করেছি,তুমি পাও নি?”

হঠাৎ করে তার দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল মিরান।

আরিফ বলল, “হ্যাঁ,বিভিন্ন ভিডিও এসেছে আননোন নাম্বার থেকে,আমি আননোন নাম্বার দেখে সেগুলো আর খুলি নি"।

মিরান মাথা নাড়ল, “ঠিক আছে,দেখো নি বেশ করেছো,তুমি হোটেলে চেক আউট করে এসেছো?”

আরিফ বলল, “না জনাব"।

মিরান বলল, “ওকে। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার রুমে যা আছে,সব নিয়ে চলে আসবে। তুমি আজ থেকে আমাদের সঙ্গে থাকবে।”

আরিফ বলল, “আমাকে কাশ্মীরে পাঠানো হবে কবে?”

মিরান হেসে বলল, “অধৈর্য হতে হবে না,ঠিক পাঠাবো তোমাকে"।

আরিফ বলল, “কী করতে হবে আমাকে?”

মিরান বলল, “ওরা তোমার ঘর জ্বালিয়েছে,গ্রাম জ্বালিয়েছে,বাবা মাকে নিষ্ঠুর ভাবে খুন করেছে। তোমার কী মনে হয়,আমাদের ইন্ডিয়াতে কী করা উচিত?”

আরিফ উত্তর দিতে পারল না। মিরানের দিকে তাকিয়ে থাকল।

মিরান বলল, “তোমাকে জানাব আমরা কী করব। আপাতত রেস্ট কর। একটা ছোট অপারেশন করতে একটা ছোট টিম যাবে। এই স্কোয়াডে তোমাকে একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই পাঠানো হবে। তবে তোমাকে সেলফ ডিফেন্স তো করতে হবে। তার জন্য রিভলভার আর লাইট মেশিনগান চালানো শিখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি"।

আরিফ মিরানের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে বলল, “আমাকে একটা কথা বলবেন?”

মিরান বলল, “কী?”

আরিফ বলল, “এটা কি সুইসাইড মিশন?”

মিরান বলল, “ঠিক নেই। কেন?নিজের ধর্মের জন্য নিজের কুরবানী দিতে তোমার আপত্তি আছে?”

আরিফ মাথা নিচু করে বলল, “আমি জানি না,আমি পারব না কি"।

মিরান বলল, “দেন ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু সারভাইভ। তুমি যদি পারো,ফিরে এসো। আমি সে ব্যবস্থা করে দেব"।

আরিফ চুপ করে রইল।

মিরান বলল, “আওয়ার নেশন নিডস ইউ আরিফ। এটা কোন টেরোরিস্ট অরগানাইজেশন না। আই এস আই আমাদের দেশের সংস্থা। আমাদের গর্ব। বি প্রাউড টু বি এ পার্ট অফ ইট"।

আরিফ বলল, “আমার আব্বু আম্মি বেঁচে থাকলে আমি অত ভাবতাম না জনাব। আমার মাথা কাজ করছে না ছবিগুলো দেখার পর থেকে"।

মিরান বলল, “তাহলে সেটাকে তোমার উইকনেস না বানিয়ে স্ট্রেংথ বানাও। যারা তোমার নিজের লোকেদের মেরেছে,তাদের শেষ করে দেওয়ার শপথ নাও,ইউ হ্যাভ টু ডু ইট"।

আরিফ বলল, “ওকে। আই শ্যাল ডু ইট"।

মিরান খুশি হল, “দ্যাটস লাইক এ গুড পাকিস্তানী,লেটস মিট ইওর পার্টনারস"।

মিরান ইন্টারকমের ফোন তুলে বলল, “লেট দেম কাম"।

তিনজন মিরানের চেম্বারে ঢুকল।

একজন লম্বা মত ফর্সা। মিরান পরিচয় করাল, “মিট রজ্জাক,হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট শার্প শ্যুটারস ইন পাকিস্তান"।

একজন ছটফটে ছোটখাটো মানুষ। মিরান বলল, “হি ইজ আমির,হি ওয়াজ এ লেফটেনান্ট ইন পাকিস্তান আর্মি,এন্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট"...

মিরান তৃতীয় জনকে দেখাল, “শি ইজ আয়েষা,ফ্রম লাহোর। ইওর টিম লিডার। আয়েষা,সে হাই টু আরিফ"।

আয়েষা আরিফকে দেখে হাসল, “হ্যালো আরিফ"।

আরিফ হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

৯

“কিছুক্ষণ আগে মঈনুদ্দিন চাচার থেকে তোমার ঘটনাটা শুনলাম আরিফ। আই অ্যাম ভেরি সরি ফর ইউ। আমার নাম আয়েষা মির্জা"।

মিরান আয়েষাকে নির্দেশ দিয়েছে আরিফের দেখভাল করার। আয়েষা আরিফকে নিয়ে একটা ঘরে এসে বসেছে। ছোট ঘর। একটা টেবিলে ল্যাপটপ খোলা। আরিফকে চেয়ারে বসানো হয়েছে। আরিফের মেয়েদের সামনে একটা জড়তা আসে। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না,আই এস আই ইন্ডিয়াতে মিশনে যাবে,তার টিম লিডার হবে একজন মেয়ে।

আয়েষা সুন্দরী,জিন্স আর টি শার্ট পরে আছে।

আয়েষা আরিফের প্রশ্নটা যেন বুঝল। সে বলল, “আমি বর্ন এন্ড ব্রট আপ ইন দিল্লি। আমি একজন কাশ্মীরি মেয়ে। এই মিশনে আমার এক্সপেরিয়েন্স কাজে লাগবে। তোমরা কেউই কাশ্মীরকে চেনো না আমার মত,আমি যতটা ভাল করে চিনি,কাশ্মীরকে কেউ সেভাবে চেনে না"।

আরিফ বলল, “তুমি পাকিস্তানে এলে কী করে?”

আয়েষা বলল, “আমার ভাই ইন্ডিয়ান ফৌজের এগেইন্সটে একটা অহিংস মুভমেন্টে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। ওরা আমার ভাইকে মাঝরাতে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গুলি করে মারে। আমি তখন দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করি। আমাকে কলেজ থেকেও বিনা কারণে বের করে দেওয়া হয়। হিন্দুত্ববাদীরা আমার মুখে কালি মাখিয়ে দেয়। আই ডিন্ট হ্যাভ এনি আদার চয়েস"।

আয়েষা মাথা নিচু করল।

আরিফ বলল, “সরি টু হিয়ার দ্যাট"।

আয়েষা বলল, “এখন আর সরি বলার সময় না আরিফ। লেট দেম পে বাই দেয়ার ওন কয়েন। শেষ করে দিতে হবে ওদের"।

আরিফ বলল, “আমাকে কী করতে হবে?”

আয়েষা বলল, “আমাদের ইন্ডিয়ান আইডেন্টিটি তৈরী করা হচ্ছে। কালকের মধ্যে হয়ে যাবে। পরশু দিন উই আর গোয়িং টু এন্টার ইন্ডিয়া"।

আরিফ বলল, “পরশু?”

আয়েষা বলল, “ইয়েস। আজ রাতেই জানিয়ে দিচ্ছি আমরা কী করে ইন্ডিয়ায় এন্ট্রি নেব"।

আরিফ বলল, “ওকে"।

আয়েষা বলল, “টেক রেস্ট। ইউ নিড টু টেক রেস্ট। আমি বুঝতে পারছি"।

আরিফ বলল, “আই জাস্ট নিড মাই পেরেন্টস। আমি আর কিছু চাই না"।

আয়েষা বলল, “মন শক্ত কর আরিফ। আমাদের প্রতিশোধ নিতেই হবে। এত সহজে ওদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। বার বার ওরা জিতে যাবে,এটা আমরা অ্যালাউ করব?বল?”

আরিফ বলল, “আমার একটা প্রশ্নই বার বার মাথার মধ্যে আসছে। আমার আব্বু আম্মি,আমার চাচা,এরা সবাই খুব নিরীহ মানুষ। কোন দিন কারো ক্ষতি করে নি। এদের মেরে এরা কী প্রমাণ করতে চায়?”

আয়েষা বলল, “ওরা আমাদের হারাতে চায়। সবখানে ওরা আমাদের হারাতে চায়। আমরা কাশ্মীরিরা পাকিস্তান সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ,তারা আমাদের কথা ভেবেছে। আমি পাকিস্তান সরকারকে এই সাহায্যের

পরিবর্তে আমার কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই"।

আরিফ বলল, “পাকিস্তান সরকার নিজের ঘর বাঁচাতে পারছে না,আমাদের গ্রাম বালুচ দস্যুরা দখল করে নিচ্ছে। কেন কিছু করতে পারছে না?”

আয়েষা বলল, “গিভ দেম সাম টাইম আরিফ। তারাও মানুষ। তুমি দেখবে,এই সব গদ্দারদের পাকিস্তান আর্মি কুকুরের মত মেরে তাড়াবে। শুধু একটু সময় দাও তাদের। আমাদের দেশের একাংশও ইন্ডিয়ানদের হেল্প করছে। তাদের আগে আইডেন্টিফাই করি। দেখবে তারপরে আর কোন অসুবিধা হবে না"।

আরিফ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “একটা দিনে আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল। আমাকে যে এখানে বসে থাকতে হবে আজ, চব্বিশ ঘন্টা আগেও ভাবতে পারি নি"।

আয়েষা বলল, “আল্লাহপাক যা চান,আমাদের দিয়ে তাই করিয়ে নিচ্ছেন আরিফ। আমরা তার একজন অনুসরণকারী আর আজ্ঞাবহনকারী চাকর ছাড়া কিছুই নই। আমিও কোন দিন ভাবতে পারি নি পাকিস্তান আমাদের মত কাশ্মীরিদের দু হাতে বরণ করে নেবে। আমাদের জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। সবাই তো আমাদেরই বরাবর দোষ দিয়ে যায়,আমাদের দমন করে যায়,কিন্তু ইন্ডিয়ানরা কখনো আম কাশ্মীরিদের ব্যাপারে ভাবে নি। তারা আমাদের মানুষ বলেই মনে করে নি। আমরা কেন ছেড়ে দেব?আমরা উত্তর দেবই তাদের। ছাড়ব না"।

আরিফ বলল, “আমাকে একটু একা থাকতে দেবে প্লিজ?আমি অন্য কিছু ভাবতে পারছি না"।

আয়েষা মাথা নাড়ল, “ওকে আরিফ। আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। টেক ইওর টাইম"।

আয়েষা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আরিফ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

১০

টিম মিটিং হচ্ছে।

আয়েষা কাশ্মীরের ম্যাপ প্রোজেক্টরে দেখিয়ে বলল, "আমরা কাল কাশ্মীর যাচ্ছি। কাশ্মীর মিনস আজাদ কাশ্মীর। মুজফফরাবাদে গিয়ে আমরা ওয়েট করব। পরশু গ্রীন সিগন্যাল পেলে উই শ্যাল এন্টার ইন্ডিয়া ফ্রম গুলমার্গ এরিয়া"।

আমির বলল, "গুলমার্গ? আর ইউ ক্রেজি? ওখানে সব থেকে বেশি ইন্ডিয়ান আর্মি থাকে"।

আয়েষা আমিরের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আমি যখন প্ল্যানটা করছি, তখন আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তাই না আমির? তুমি লিডার হলে তুমি যা বলবে, সেটা ফলো করতাম"।

আমির গম্ভীর হয়ে গেল।

আয়েষা বলল, "গুলমার্গ সাইট থেকে এন্ট্রি নেওয়া এখন সব থেকে সহজ হবে। ইন্ডিয়া এখন গুলমার্গ থেকে কিছু সেনা কমিয়ে কার্গিল সেক্টরে ট্রান্সফার করিয়েছে। এই ইনফরমেশনটা আমি কাল রাতে পেয়েছি। তখনই মিরান স্যারকে বলে গুলমার্গ গেটওয়ে ঠিক করেছি। আমাদের শুধু সঠিক সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। আর একটা কথা, ওখানে স্থানীয় কাশ্মীরিরাই আমাদের শেল্টার দেবে। এক্সকিউজ মি জেন্টলমেন"।

আয়েষা ঘর থেকে বেরোল।

আমির, রজ্জাক আর আরিফের দিকে তাকিয়ে বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "আই এস আই প্রোজেক্ট নাকি জেনানা লিড করবে! এদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে এ আওরাত"।

রজ্জাক বলল, "ঠিক আছে। স্টে কুল। ও যা প্ল্যানই করুক, লাস্ট ডিসিশন তো মিরানই নেবে। অত চিন্তা করছো কেন?"

আমির বলল, "চিন্তা করছি কারণ কাশ্মীরে ঢুকে যাওয়ার পর এর কথা শুনে আমাদের চলতে হবে। তখন আনাব শানাব ডিসিশন নেবে, আর আমাদের সমস্যায় ..."

আমিরের কথা শেষ হবার আগেই আয়েষা রুমে ঢুকে বলল, "হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম। আফটার এনটারিং কাশ্মীর, আমাদের ওখানে ওয়েট করতে হবে ফারদার ইন্সট্রাকশানের জন্য। তখন কী করতে হবে, সেটা তখন বলে দেব"।

আমির চোখ মুখ শক্ত করে বসে রইল।

মিরান দরজা নক করে বলল, "মে আই কাম ইন"?

আয়েষা বলল, "শিওর জনাব"।

মিরান ঘরের ভিতর ঢুকে বলল, "কাল তোমরা মুজফফরাবাদে যাচ্ছো। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। ইন্ডিয়ান পাসপোর্টসহ সব জরুরি ডকুমেন্ট ওখানেই দিয়ে দেওয়া হবে। আমার শুধু একটা কথাই বলার আমির, রজ্জাক আর আরিফ তোমাদের। প্লিজ রিলাই অন আয়েষা। ওর পোটেনশিয়াল আছে বলেই ওকে আমরা টিমটাকে লিড করতে বলছি। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড"।

আমির বলল, "সব বুঝলাম, কিন্তু আমরা হোয়াই গুলমার্গ?"

মিরান আমিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "বিকজ আয়েষা ডিসাইডেড। অ্যাম আই ক্লিয়ার? শোন আমির, আয়েষা কাশ্মীরের মেয়ে। গোটা জায়গাটাকে ও হাতের তালুর মত করে চেনে। তুমি যদি ওকে বিশ্বাস না কর, তাহলে সমস্যায় পড়বে। আর তুমি যদি মিশন থেকে বেরিয়ে যেতে চাও, বেরিয়ে যেতে পারো।

সেক্ষেত্রে কী ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া হবে সেটা আমরা ঠিক করব। দিস ইজ নট লস্কর অর হিজবুল, মাইন্ড ইট। দিস ইজ আই এস আই। আমরা কী করব, কেন করব, সেটা আমরা ঠিক করব"।

আমির বলল, "আমাদের এসকেপ প্ল্যান কী থাকবে? উনি তো কাশ্মীরি, উনি থেকে যাবেন, আমরা ফিরব কী করে?"

মিরান বলল, "আমি আছি তো। আমি না থাকলে আই এস আই তো আছে। আর কাশ্মীর থেকে পাকিস্তান কন্ট্যাক্ট করা কি খুব কঠিন কাজ? এই মিশনটা কাশ্মীরে হবে। মিশন শেষে তোমরা ফিরে আসবে। অ্যান্ড ইফ আয়েষা ওয়ান্টস টু কাম ইন পাকিস্তান, শি ইজ অলওয়েজ ওয়েলকাম হিয়ার। আমি আয়েষাকে এই মিশনের নাম দেওয়ার প্রস্তাব করছি"।

আয়েষা বলল, "অপারেশন জন্নত ক্যায়সা হোগা স্যার?"

আমির বলল, "অপারেশন জন্নত? আমরা কী করতে যাচ্ছি জানতে পেরেছি?"

মিরান বলল, "আয়েষা জানে অপারেশনটা কোথায় হবে। বাকিটা ওকে জানানো হবে তোমরা পৌঁছলে। ও তখন তোমাদের জানিয়ে দেবে। দ্যাটস এ কুল নেম আয়েষা। গো অ্যাহেড"।

আমির চুপ করে গেল।

"বাই দ্য ওয়ে আয়েষা..."

মিরান আয়েষার দিকে তাকাল। আয়েষা বলল, "জি জনাব"।

মিরান বলল, "প্রাইম মিনিস্টার তোমাদের উইশ করেছেন। বেস্ট অফ লাক"।

আয়েষা হাসল, "শুক্রিয়া জনাব। বহত, বহত শুক্রিয়া"।

মিরান বলল, "বেস্ট অফ লাক টিম। উই উইল উইন ফর শিওর"।

মিরান ঘর থেকে বেরোলে আয়েষা বলল, "রজ্জাক, প্লিজ আরিফকে এবার আর্মস ট্রেনিংটা দিয়ে দাও। জাস্ট ফর সেলফ ডিফেন্স"।

রজ্জাক উঠল।

আরিফও।

আমির থমথমে মুখে বসে রইল।

১১

ভোর পাঁচটা। বেশ শীত আছে। একটা ছোট গাড়িতে তারা মুজফফরাবাদের উদ্দেশ্যে রওনা দিল।

আরিফ গাড়ির পিছনের সিটে মাঝে, তার একপাশে রজ্জাক আর একপাশে আয়েষা বসেছে।

সামনে আমির। রজ্জাকের কাছে গত রাতে রিভলভার চালানো শিখেছে আরিফ। অস্ত্রটা ধরতে তার শরীরটা কেঁপে উঠেছিল। মনে হয়েছিল, এই একটা অস্ত্র তার বাড়ি ঘর, শৈশব, কৈশোর সব শেষ করে দিল। প্রথমদিকে হাত কাঁপছিল তার। ধীরে ধীরে আয়ত্তে এল। যদিও বুলস আই ভেদ করতে একবারও পারে নি। তবু রজ্জাক তার কাঁধ চাপড়ে দিয়েছে। বলেছে সে একজন "ফাস্ট লার্নার"।

পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে গাড়ি চলেছে। ভোরের আলোয় প্রকৃতি অপূর্ব সুন্দর লাগছে। আরিফ মুগ্ধ হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

রজ্জাক গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আয়েষা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভয় লাগছে আরিফ?"

আরিফ বলল, "সে সব অনুভূতি কাজ করছে না আমার"।

আয়েষা বলল, "স্বাভাবিক। বাট দে ডিজারভ ইট। আমরা ওদের ছেড়ে কথা বলব না"।

আমির বলল, "যদি আমরা ওদের বাগে পাই তো"। বলে হেসে উঠল। আয়েষা বলল, "আমির মিয়াঁ, তুমি একটু বেশি চিন্তা করছ বলে মনে হচ্ছে না?"

আমির বলল, "আল্লাহপাক জান দিয়েছেন। কোন জেনানার নির্বুদ্ধিতায় সেটা যেন না চলে যায়, আপাতত সেটাই প্রাথমিক লক্ষ্য জীবনে"।

আয়েষা চুপ করে গেল।

আমির ড্রাইভারকে বলল, "গান চালাও মিয়াঁ"।

ড্রাইভার গাড়ির মিউজিক সিস্টেমে বলিউডের গান চালাল। আমির সে গানের সঙ্গে গলা মেলাতে লাগল। দু ঘন্টা পরে চেক পোস্টে পুলিশ গাড়ি আটকাল। ড্রাইভার আইডি দেখাতে সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্যালুট করে ছেড়ে দেওয়া হল।

রজ্জাক ঢুলতে ঢুলতে আরিফের গায়ের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল।

আরিফ রজ্জাককে তুলে বসিয়ে দিল আবার। রজ্জাক হেসে বলল, "সরি"।

আরিফ বলল, "ঠিক আছে। শুধু সোজা হয়ে ঘুমাও"।

রজ্জাক হেসে চোখ বন্ধ করল।

আরিফ রাতে ঘুমাতে পারে নি। যখনই চোখ বন্ধ করেছে, আব্বু আম্মির মুখদুটো চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না এভাবে সব শেষ হয়ে গেল।

বুকের ভিতর এক অব্যক্ত হাহাকার সারারাত তাকে তাড়া করে বেরিয়েছে।

গাড়িতে খানিকটা ক্লান্তিতেই চোখ বন্ধ হয়ে এল তার।

ঘুম ভাঙল একটা ঝাঁকুনিতে।

রাস্তা খুব খারাপ। গাড়ি নীলম ভ্যালি পার হচ্ছে। চারদিকে অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি। আব্বু আম্মির সঙ্গে ঠিক হয়ে ছিল তারা কাশ্মীর ঘুরতে আসবে খুব তাড়াতাড়ি। সে কথা মনে পড়তে আরিফের চোখে জল চলে এল।

আয়েষা দেখল সেটা। আরিফের হাত ধরল, "আর ইউ ওকে?"

আরিফ খানিকটা অপ্রস্তুত হল। কী ঠান্ডা, নরম হাত। বলল, “জি, ঠিক আছি”।

আয়েষা আরিফের হাতে চাপ দিল একটু, “বেশি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে”।

আরিফ বলল, “জি”।

অনেক কষ্টে কান্না সামলাল আরিফ। স্থানীয় কাশ্মীরিদের দেখা যাচ্ছে রাস্তায়। আমির বলল, “দু মাস পরে এলাম। আবার আরেকটা মিশন”।

আরিফ বলল, “আরেকটা মিশন মানে? এর আগে কোন মিশনে এসেছিলে?”

আমির ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, “নতুন ছেলে, কখনো কোন আর্মি ম্যানকে তাদের মিশনের ব্যাপারে জানতে চাইবে না। দিজ আর টপ সিক্রেট। তুমিও কোন দিন কাউকে বলবে না। ক্লিয়ার?”

আরিফ বলল, “ক্লিয়ার”।

আমির গাড়িতে চলা বলিউডি গানের সুরে শিস দিতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরে তারা মুজফফরাবাদে প্রবেশ করল। একটা ছোট তালাবন্ধ বাড়িতে তাদের গাড়িটা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

আয়েষা পকেট থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলল। বাড়িটা পরিষ্কার। আমির বলল, “আমি ঘুমোতে চললাম, রাতে ঘুম হয় নি। কোন দরকার হলে ডেকে নিও”।

আমির চলে গেল।

ডাইনিং টেবিলের ওপর টি ব্যাগ, ইলেক্ট্রিক কেটলি, চিনি সব সাজানো। আয়েষা বলল, “টি?”

আরিফ বলল, “আমি বানিয়ে দিচ্ছি”।

আয়েষা বলল, “থ্যাঙ্কিউ আরিফ”।

রজ্জাক সোফাতেই শুয়ে পড়ল।

তার ঘুম সম্পূর্ণ হয় নি বোঝা গেল।

১২

দুপুরে খেয়ে দেয়ে আয়েষা বলল, "আমি রেস্ট করছি। মিরান সাব বলেছেন আমান বলে একজন আসবে। তখন আমাকে ডেকে দিও"।

আরিফ ঘাড় নাড়ল।

রজ্জাক সোফাতেই ঘুমাচ্ছিল।

আমিরও আরেকটা ঘর দখল করে রেখেছে। আরিফ দেখল তার ফোন বাজছে। গতকাল থেকে একবারও তার ফোন বাজে নি। এখন দেখল একটা আন নোন নাম্বার থেকে ফোন এসেছে।

ধরল সে, "হ্যালো"।

"হ্যালো আরিফ, আমি যায়ান বলছি"। ওপাশ থেকে যায়ানের গলা ভেসে এল।

আরিফ চারদিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "বল"।

যায়ান বলল, "আরে ভাই, তুমি কোথায় চলে গেলে? বাড়ি গেছো? অফিস আসছো না কেন?"

আরিফ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ রজ্জাক সোফা থেকে উঠে এসে তার ফোনটা নিয়ে অফ করে দিয়ে আরিফের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ওরা তোমাকে বলতে ভুলে গেছে হয়ত, নো ফোন কলস। সিমটা ফেলে দাও"।

আরিফ চমকে গেছিল। রজ্জাক কেমন ক্ষিপ্রভাবে উঠে এল হঠাৎ করে। সে খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "সরি, আমি বুঝি নি। আমাকে মিরান সাহাবও কিছু বলেন নি এই ব্যাপারে"।

রজ্জাক বলল, "তুমি একেবারেই নতুন। ওর মাথায় আসে নি, বা বলতে ভুলে গেছে। লিভ ইট, কালকে যেগুলো শিখিয়েছিলাম, মনে আছে তো?"

আরিফ বলল, "হ্যাঁ"।

রজ্জাক বলল, "একটা জিনিস শিখাই নি। সব সময় খেয়াল রাখবে, শত্রুপক্ষের ওপর কোন দয়া নয়। যারা তোমার ঘর পুড়িয়েছে, তোমার কাজ হবে তাদের পোড়ানো, ক্লিয়ার"?

আরিফ বলল, "ক্লিয়ার"।

রজ্জাক আবার গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আরিফ ফোনটার দিকে তাকাল। তার যায়ানের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল। যায়ানরা কত ভাল আছে। অফিস করছে, বিয়ে করছে, সংসার করবে, আর তার সঙ্গেই এত সব কিছু হতে হল? মাঝে মাঝে তার ভয় হচ্ছে, পরক্ষণেই চোয়াল শক্ত করছে খানিকটা জোর করেই। ঠিকই তো, যারা তার আব্বু আম্মিকে মেরেছে, তাদের কেন ছেড়ে দেবে সে? ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

বিকেল পাঁচটার দিকে কলিং বেল বেজে উঠল। আরিফ দরজা খুলল।

একজন ছোট খাটো চেহারার লোক তার দিকে তাকিয়ে বলল, "মিরান স্যার পাঠিয়েছেন। খবর দিন ম্যামকে"।

আরিফ বলল, "আসুন ভিতরে"।

লোকটা চারদিক দেখে ঘরে ঢুকে বসল। রজ্জাক উঠে বসেছে। আরিফ আয়েষার ঘরের দরজা নক করল। আমিরেরও।

আয়েষা বলল, "সালাম ওয়ালাইকুম। আপনিই আমান?"

আমান বলল, "হ্যাঁ"।

ব্রিফকেসটা সোফায় তুলে সেটা খুলল আমান। ব্রিফকেসের ভিতর থেকে চারটে মানিব্যাগ বের করে বলল, "এগুলোর প্রত্যেকটাতে আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় ইন্ডিয়ান কারেন্সী, আর আপনাদের ইন্ডিয়ান আই কার্ড আছে। টাকার দরকার পড়বে। আপনাদের সবাইকেই ভারতীয় ব্যাঙ্কের একটা করে এটিএম কার্ড দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া কার্ড ইউজ করবেন না। প্রয়োজন মানে খুবই প্রয়োজন। এটি এম মেশিনে সিসিটিভি বসানো থাকে। আশা করি বুঝতে পারছি কেন বললাম?"

সবাই মাথা নাড়ল।

আমির বলল , "আমরা কবে ঢুকছি?"

আমান বলল, "কাল ভোর চারটেয়। গাড়ি এসে তুলে নিয়ে যাবে বর্ডারের কাছে। আমাদের কাজ হবে গুলমার্গে রোপওয়ে সাইডে গোলাগুলি শুরু করা। এর ফলে ওরা অনেকটা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাবে। আপনারা সেই ফাঁকে পয়েন্ট ফোর থেকে কাশ্মীরে এন্ট্রি নেবেন। এখান থেকে কোন আর্মস বা কোন লাগেজ নিয়ে যে যাওয়া হবে না সেটা তো আপনারা জানেনই। ওপারে আপনাদের সব রকমের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একবারেই চিন্তার কিছু নেই। অ্যাম আই ক্লিয়ার?"

আয়েষা বলল, "অনেক শুক্রিয়া আমান"।

আমির বলল, "এর মধ্যে মরে যাই যদি"?

আমান বলল, "পাকিস্তান আপনাকে মনে রাখবে জনাব"।

আমির বলল, "কারো মনে রাখার দরকার নেই আমাকে। শুধু বলুন বাঁচব তো?"

আমান বলল, "টু হান্ড্রেড পারসেন্ট জনাব। আমার ওয়াদা। অন্যথা হবে না। আমি এবার আসি। বেস্ট অফ লাক ফর টুমরো। বাই"।

যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, তেমন ঝড়ের মত চলে গেল আমান।

আমির আয়েষার দিকে তাকাল, "তাহলে তোমার জেদই ঠিক থাকল"।

আয়েষা বলল, "বিলিভ মি আমির, আমি মরে গেলেও তোমাকে মরতে দেব না। খুশি?"

আমির বলল, "কী যে করছ, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এই এন্ট্রিটা সেফ হবে না"।

আয়েষা বলল, "হবে। চিন্তা করবেন না। কাল এই সময়ে আমরা শ্রীনগরে। নিশ্চিন্ত থাকো"।

আমির কাঁধ ঝাঁকাল, "ওকে। তাই হোক"।

আয়েষা আরিফের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার কাছে ঘুমের ওষুধ আছে। আমার এখনো প্রয়োজন হয়। তুমি চাইলে তোমাকে দিতে পারি। খাবে?"

আরিফ মাথা নাড়ল, "নাহ। দরকার এই"।

রজ্জাক উঠে ফ্রিজ খুলল। একগাদা কোল্ড ড্রিংক্স ফ্রিজে।

আমির বলল, "আমাকে দিও"।

আয়েষাও বলল।

শুধু আরিফ চাইল না।

১৩

"ওসামাকে যেদিন অ্যাবটাবাদে মারল, সেদিন আমি মুজফফরাবাদেই ছিলাম"।

আমির বলল।

পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। মুজফফরাবাদ থেকে রাস্তা এখনও খারাপ হওয়া শুরু হয় নি।

আরিফ চুপ করে বসে আছে। ভোর তিনটেয় তুলে দিয়েছে তাদের আয়েষা। তৈরী হয়েছে সবাই। আই কার্ডের ব্যাগ ছাড়া কারো কাছে আর কিছু নেই। ড্রাইভার পাকিস্তানি আর্মির লোক। স্বল্পভাষী।

সারাদিন পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলবে। নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে তারা পৌঁছে মিরানকে ফোন করবে।

রজ্জাক বলল, "আর আমি ছিলাম লাহোরে"।

আমির বলল, "লাহোরে কী কাজ করছিলে"?

রজ্জাক হাসল, "ইজাজ খানকে মারতে গেছিলাম"।

আমির বলল, "ও আল্লা, ওই পলিটিশিয়ানকে তুমি মেরেছিলে? সেই দুশো মিটার দূরের বিল্ডিং থেকে? দ্যাট ফেমাস মার্ডার?"

"ইজাজ খান যে ইন্ডিয়ান স্পাই ছিল সেটা অনেক পরে জানা যায়। মিরান স্যার জানতেন অনেক আগে। হি জাস্ট অর্ডারড অ্যান্ড আই ডেলিভারড। অবশ্য তখন কন্ট্র্যাক্ট কিলার ছিলাম", এমন স্বাভাবিক গলায় বলল রজ্জাক যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়।

আমির বলল, "আমার হিট লিস্টটাও মন্দ না। ইন্ডিয়ান আর্মির এক মেজরকে গলা কেটে মেরেছিলাম। বেচারা নাকি ভুল করে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়েছিল"।

জোরে হেসে উঠল আমির। পরক্ষনেই আয়েষার দিকে তাকিয়ে বলল, "অ্যান্ড ইউ ম্যাডাম। তোমার এরকম কোন অ্যাচিভমেন্ট?"

আয়েষা বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কিছু নেই"।

আমির বলল, "বাহ। কিছু নেই। আর তুমি আমাদের লিডার হয়ে গেলে"।

আয়েষা ঠান্ডা গলায় বলল, "আমার অ্যাচিভমেন্টটা এমন হবে, এত দিন কিছু না করার কষ্ট সুদে আসলে উঠে আসবে। ওকে?"

আমির ঘাড় ঘুরিয়ে আয়েষার দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘাড় সোজা করে রাস্তায় নজর দিয়ে বলল, "দেখা যাবে। ফিলহাল আমাদের ঠিক ঠাক বর্ডার পার করে দিতে পারলেই অনেক মেহেরবানী হবে তোমার। ইন্ডিয়ান আর্মি আমাকে পেলে ছাড়বে না"।

রজ্জাক বলল, "দে ওন্ট স্পেয়ার এনি ট্রেসপাসারস। নট ওনলি ইউ ফ্রেন্ড"।

আমির বলল, "হু হু। তা তো ঠিকই। মাঝখান দিয়ে বেচারা আরিফ মিয়াঁ ফেঁসে গেল। দিব্যি করাচীতে হোয়াইট কলার জব করছিল। মিরান সাহাব কেন যে ওকে জুতে দিলেন আমাদের সঙ্গে, আল্লাই জানেন"।

আয়েষা বলল, "সব চিন্তাই তুমি করে দেবে। কেন আমাকে টিম লিডার করা হল, কেন আরিফকে আনা হল মিশনে। সব চিন্তাই তুমি করবে আমির? মিরান স্যারের জন্যও তো কিছু রাখো"।

আমির কাঁধ ঝাঁকাল, "জি হাঁ, জি হাঁ। তাই হোক। আমি বেশি ভেবে ফেলছি। দেশকে একটু বেশি ভালবাসি কি না। ওহ, তুমি কী করে বুঝবে, তুমি তো পাকিস্তানীই না"।

আয়েষা বলল, "পাকিস্তানীরাই শুধু দেশকে ভালবাসে বুঝি? আর যারা নিজের মাতৃভূমির জন্য নিজের জীবনকে পণ করে লড়াই করে তারা কিছুই না?"

রজ্জাক বলল, "তোমরা থামো তো। আর আমির, প্লিজ। আমি ঘুমাতে চাই। আমাকে ঘুমাতে দাও। আজ রাতে কীসের মুখোমুখি হতে হবে, কিছুই জানি না। তাই প্লিজ স্পেয়ার মি"।

আয়েষা চুপ করে গেল।

আমির গজগজ করতে লাগল। আরিফ দেখল খাদের পাশ দিয়ে অপূর্ব সুন্দর এক খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে। আকাশ নীল। পাহাড়ে বরফ পড়া শুরু হয়েছে। প্রকৃতি এখানে অকৃপণ। তার মনে হল করাচীতে থাকলে এতক্ষণে সে টোস্ট তৈরী করে ডিমের অমলেট দিয়ে খেয়ে অফিসের জন্য দৌড়ত। সারাদিন ধরে অফিসের কাজ করে ফিরে বাড়িতে একবার ফোন করত।

আব্বু আম্মির মুখটা মনে পড়ে গেল আরিফের। কত আশা ছিল আব্বু আম্মির। তার করাচীর ফ্ল্যাটে দুজন চলে আসবে। ছেলের বিয়ে দেবে। নাতি নাতনি ঘরে লাফালাফি করবে।

অনেক কষ্টে চোখের জল সামলাল আরিফ। রজ্জাক ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়েষা বলল, "ইন্ডিয়ায় আমাদের কোন ফ্রিডম অফ স্পিচ নেই জানো আরিফ। কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমরা যদি জল কিংবা বিদ্যুতের দাবীতে পথ অবরোধ করি, সঙ্গে সঙ্গে আর্মি এসে লাঠি চার্জ করে আমাদের তুলে নিয়ে যাবে। কাশ্মীরিদের ওরা মানুষ বলেই মনে করে না। উই নিড আ সেপারেট কান্ট্রি"।

আমির কথাটা শুনে জোরে হেসে বলল, "সেপারেট কান্ট্রি? আর মজা কোর না। কাশ্মীরিরা দেশ চালাতে জানে নাকি? এত মার খেয়েও তারা সেই ইন্ডিয়ার ওপরেই ডিপেন্ডেন্ট। কাশ্মীরকে আজাদ রাখতে পাকিস্তানকে সব সময় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে। নইলে ইন্ডিয়া ঠিক আবার কাশ্মীরকে কবজা করে নেবে"।

আয়েষা বলল, "আমাদের কাউকে দরকার নেই। উই নো, হাউ টু রান এ কান্ট্রি"।

আমির বিদ্রুপের গলায় বলল, "তাই নাকি? তাহলে আমাদের ইনভলভ করা হচ্ছে কেন? নিজেরাই যা করার করে নাও"!

আয়েষা কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।

১৪

সন্ধ্যে ছ'টা। তারা গুলমার্গ বর্ডারের কাছে পাকিস্তানি বেস ক্যাম্পে পৌঁছেছে।

পাকিস্তানী ক্যাম্পের কমান্ডার ইন চিফ হুসেন আনোয়ার আয়েষার কাছে এসে বলল, "আমরা ড্রোণ অ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি। পয়েন্ট ফোরে এখনো ইন্ডিয়ান আর্মি আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা রোপওয়ে লক্ষ্য করে ফায়ারিং শুরু করে দেব। এখন যুদ্ধ বিরতি চলছে। ওরা এক্সপেক্ট করবে না। পয়েন্ট ফোরে ওদের লোক কমে গেলেই আমরা আপনাদের পাঠিয়ে দেব"।

রজ্জাক বলল, "আপনাদের লোক থাকবে আমাদের সঙ্গে?"

হুসেন বলল, "থাকবে। আমরা বর্ডার পার করিয়ে দেব। চিন্তা করবেন না"।

আমির বলল, "আমাকে একটা লাইট মেশিনগান দেওয়া যায়?"

হুসেন আমিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "না। কোন আর্মস দেওয়া যাবে না। মিরান সাহাব আপনাদের বলে নি?"

আয়েষা বলল, "বলেছেন। ঠিক আছে। আপনি যেভাবে বলবেন সেভাবেই হবেন। আমরা প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করছি"।

হুসেন চলে গেলে আয়েষা মিরান সাহেবকে ফোন করে রিপোর্ট করল।

প্রচন্ড শীত পড়া শুরু করেছে। তারা ভারি কিছু পরে নি। ভারি পোশাকে দৌড়তে অসুবিধে হবে। আমির আর রজ্জাক হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করতে বসল। আরিফ চোখ বন্ধ করল। সামনের সময় একেবারেই অনিশ্চিত। একই সঙ্গে তার মনে হল, কী আর হবে? নিজের আব্বু আম্মুকেই তো ওরে মেরে ফেলেছে। তার বেঁচে থেকেই বা কী হবে?

খানিকক্ষণ পরে ফায়ারিং এর শব্দ আসতে শুরু করল। এ পাশ থেকে ফায়ারিং শুরু হল। ওপাশ থেকেও প্রত্যুত্তর আসতে লাগল।

হুসেন এসে বলল, "চলুন। দ্য টাইম হ্যাজ কাম"।

চারজনকে তড়িৎগতিতে বেস ক্যাম্প থেকে বের করে একটা জিপে বসানো হল। গোলাগুলির শব্দের মধ্যে সে গাড়ি অন্ধকার ভেদ করে চলতে শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর একটা জায়গায় গাড়ি থামল।

হুসেন বলল, "সামনে একটা পাইন গাছের বন আছে। এখন ক্লিয়ার। দুটো বাঙ্কার ইন্ডিয়ান আর্মি ছিল। আমরা গোলাগুলি শুরু করেই ওদের সাফ করে দিয়েছি। বাকিরা রোপওয়ে পয়েন্টে আছে। আপনারা খানিকটা যাওয়ার পর দেখবেন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উৎরাই আছে অনেক খানি। দেখবেন পড়ে না যান। বন পেরিয়ে গেলে তারপর আর কোন চিন্তা নেই। বর্ডারের তার কেটে দেওয়া হয়েছে। গো, ফাস্ট। ম্যাক্সিমাম আধ ঘন্টার উইন্ডো পাবেন আপনারা। টর্চ দেওয়া হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে, কিন্তু কোন ভাবেই টর্চ জ্বালাবেন না"।

তারা দৌড় শুরু করল অন্ধকার এবং গোলাগুলির শব্দের মধ্যে। আরিফের হাঁফ ধরছিল। আয়েষা তার হাত ধরল। আমির আর রজ্জাক অভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলল। পাহাড় থেকে নেমে চলা।

আরিফের মনে হল সে যেন খাদের মধ্যে এগিয়ে চলেছে। প্রবল গোলাগুলি শুরু হয়েছে কাছে পিঠে।

খানিকটা যেতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট বাঙ্কার। আয়েষা কৌতূহলবশত টর্চ জ্বালতেই দেখল দুজন ভারতীয় সেনা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তড়িঘড়ি টর্চ বন্ধ করে দিল আয়েষা।

হুসেনের কথাই ঠিক। বন পার হতেই একটা মারুতি গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তারা উঠে পড়তেই সে গাড়ি স্টার্ট নিল।

আরিফের জোরে শ্বাস পড়ছিল।

আয়েষা আরিফের হাত শক্ত করে ধরে বলল, "উই হ্যাভ মেড ইট। ডোন্ট ওয়ারি"।

আমির রাগী গলায় বলল, "হুসেন সাব স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন টর্চ না জ্বালাতে। তুমি কেন জ্বালালে?"

আয়েষা বলল, "আই অ্যাম সরি। হাত পড়ে গেছে"।

আমির বলল, "হাত পড়ে গেছে? এতক্ষণে শিওর ওরা ট্র্যাক করে নিয়েছে আমাদের"।

ড্রাইভার বলল, "চিন্তা করবেন না। আমি আছি তো। আপনাদের সহি সালামাত পৌঁছে দেব। আই কার্ড রেডি রাখুন। সামনে চেকিং আছে। আপনারা ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্ট। গোলাগুলি দেখে পালাচ্ছেন। বুঝেছেন কী বলতে হবে?"

আমির বলল, "হ্যাঁ"।

সবাই পকেট থেকে আই কার্ড বের করতে শুরু করল।

চেক পোস্টে দুজন সি আর পি এফ ছিল। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, "এত রাতে কী হল?"

ড্রাইভার বলল, "স্যার বর্ডারে গোলাগুলি শুরু হয়েছে। ওরা ঘুরতে এসেছিলেন। গুলমার্গে হোটেলে ছিলেন। ফায়ারিং শুরু হতে ভয় পেয়ে বললেন শ্রীনগরে যাবেন"।

জওয়ান বলল, "আই কার্ড দাও সবার"।

ড্রাইভার আই কার্ড দিল। জওয়ান সেগুলো দেখে ফেরত দিয়ে বলল, "কাশ্মীর ঘুরতে এলে গোলাগুলি তো সইতেই হবে। দিল্লি থেকে এসেছেন দেখছি। যাই হোক, সাবধানে যাও"।

ড্রাইভার সালাম দিল।

গাড়ি চেক পোস্ট ছাড়তে হাঁফ ছাড়ল আয়েষা। আমির বলল, "ইচ্ছা করছিল দুটোরই গলা কেটে ফেলে দি। ব্লাডি ইন্ডিয়ান্স"।

আয়েষা বলল, "তোমার এই গরম মিশনের জন্য রেখে দাও। আর আমি কিন্তু সহি সালামাত বর্ডার পার করিয়ে দিলাম। এখন তুমি কাশ্মীরে আছো। আশা করি আমার কথা শুনবে এবার"।

আমির চুপ করে গেল। আর কোন কথা বলল না। বোঝা গেল সে বেশ রেগে গেছে। গুলমার্গের পাহাড় থেকে নেমে গাড়িটা বেশ খানিকটা পথ গিয়ে রাস্তার পাশের এক পোশাকের দোকানে দাঁড়াল।

আয়েষা হাসি মুখে বলল, "কাম অন গাইজ। হাসান চাচার দোকানে এসে গেছি। আজ রাতে আমরা এখানে থাকছি"।

১৫

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তীব্র শীত।

অপরিসর একটা ছোট ঘরে তাদের তিনজনকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। আয়েষার দূর সম্পর্কের চাচার দোকান। বাড়িটা দোকান সংলগ্ন। আয়েষা চাচীর কাছে ভিড়ে গেছে।

তাদের রোয়া ওঠা কম্বল দেওয়া হয়েছে।

আমির বলল, "দেখেছো রজ্জাক মিয়াঁ, ম্যাডাম ঠিক ভাল খাটে শোবে, আর আমাদের এখানে রাখবে"।

রজ্জাক বলল, "ম্যাডাম ঠিকই করেছে। এখানে জেনানা থাকবে কী করে? তাছাড়া আর্মি বার বার রেইড করে। তুমি কি ভেবেছো এতক্ষণে ইন্ডিয়ান আর্মির কাছে খবর পৌঁছয় নি কিছু?

আমির বলল, "মিরান সাহেব রীতিমত হুমকি দিয়ে আমাকে এই মিশনে পাঠালেন। নইলে কোন দিন আমি আসতাম না। তাও কিনা একজন মেয়ের ভরসায়"।

রজ্জাক বলল, "মেয়েদের ওপর তোমার এত রাগ কেন মিয়াঁ? কোন মেয়ে কি তোমাকে কোন দিন ধোঁকা দিয়েছিল নাকি?"

আমির বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "আমায় ধোঁকা দেবে? মেয়েদের আমি ধোঁকা দেওয়ার উপযুক্ত মনে করি ভেবেছো নাকি? ওদের তো টেনে নিয়ে গিয়ে..."

চুপ করে গেল আমির।

রজ্জাক বলল, "মিয়াঁ, তুমি শাদি কর নি?"

আমির বলল, "না। শাদি করার প্রয়োজন পড়ে নি। কাশ্মীরি মেয়েরা কি কম পড়েছে যে শাদি করতে হবে?"

রজ্জাক আর আমির দুজনেই বাজে ভাবে হেসে উঠল।

রজ্জাক বলল, "অনেক মিশনে গেছি মিয়াঁ, এরকম মিশনে কোন দিন আসি নি। এখনো জানি না কী কাজ, কী করতে হবে। আই এস আইয়ের বাত হি কুছ অলগ হে"।

আমির বলল, "তুমি ঘুমিয়ে পড়। আর এই যে আরিফ, কী ব্যাপার তোমার? তোমার সঙ্গে তো দেখছি আয়েষা ম্যাডাম বেশ ভাল ভাল কথা বলছে। হাতও ধরছে। বিয়ে শাদি করার ইচ্ছা আছে নাকি? কোর না। একে কাশ্মীরি মেয়ে, তার ওপর মিরান সাহেব টিম লিডার করে দিয়েছেন কোন এক্সপেরিয়েন্স ছাড়াই। বুঝতেই পারছো, কীসের বিনিময়ে করেছেন?"

বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল আমির।

আরিফ বলল, "আমার আব্বু আম্মিকে পরশুদিন খুন করা হয়েছে আমির। গোটা গ্রামকে ওরা গুলি করে মেরেছে। তোমার মনে হয়, এই অবস্থায় আমার মনে বিয়ে শাদির কথা আসতে পারে?"

রজ্জাক আরিফের কাঁধ চাপড়ে বলল, "আমাদের সবার জীবনেই এরকম সময় আসে। এই পৃথিবীটা এরকমই নিষ্ঠুর আরিফ। তোমাকে তার জন্য তৈরী হতে হবে"।

আমির বলল, "চার বছর বয়সে আমার আব্বু লাহোর ব্লাস্টে মারা যায়। জুম্মার নামাজ পড়তে গেছিল। কারা এই ব্লাস্টগুলো করায় পাকিস্তানে? যতদিন ইন্ডিয়া নামের দেশটা থাকবে, পাকিস্তান কোন দিন শান্তি পাবে না"।

তিনটে প্লেট নিয়ে আয়েষা আর তার চাচা ঢুকল ঘরে, "খেয়ে নাও। কাবাব আছে। চাচা আনিয়েছে। কাল সকালে আমরা শ্রীনগর যাচ্ছি"।

আমির বলল, “ম্যাডাম, তোমার সঙ্গে মিরান সাহেবের কথা হয়েছে?”

আয়েষা বলল, “না। হবে”।

আমির বলল, “উনি তোমাকে পৌঁছেই ফোন করতে বলেছিল, তাই না?”

আয়েষা বলল, “তোমার কি মনে হয় আমির? উনি আমাদের সম্পর্কে এখনো কিছুই জানেন না? চাচাজান ঠিক জানিয়ে দিয়েছেন। আমার চাচাজান আজ থেকে আই এস আই এর হয়ে কাজ করেন না”।

আরিফের চোখ পড়ল আয়েষার চাচার ওপরে। ভদ্রলোকের গরম পোষাক ভাড়া দেওয়ার দোকান। গুলমার্গে যে সব ট্যুরিস্টরা যায়, তাদের পোষাক সরবরাহ করা হয় এই দোকান থেকে। চাচা বলল, “মিরান সাহেব জেনে গেছেন। আয়েষাকে একটু রাতের দিকে ফোন করতে বলেছেন। কোন কাজে আছেন বললেন”।

আমির কাবাব খেতে শুরু করল, “তাহলে তো আর আমার চিন্তা করে কোন লাভ নেই। সবাই সব কিছু ঠিক করেই রেখেছে”।

চাচা ঘরের একটা আলমারি খুলে চারটে লাইট মেশিনগান বের করে মেঝেতে রেখে বলল, “আপনাদের জন্য মিরান সাহেব কালকেই এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন। লোডেড মেশিনগান। ম্যাগাজিনের ব্যাগ আমার কাছে আছে। কাল যাওয়ার সময় দিয়ে দেব”।

আমির খেতে খেতে একটা মেশিনগান নিয়ে নলের গন্ধ শুঁকে বলল, “আহ। জন্নত। শুক্রিয়া চাচাজান। আপ গ্রেট হো”।

আয়েষা বলল, “খেয়ে নিন তাড়াতাড়ি। কাল আবার ভোরবেলা রওনা হতে হবে। এখান থেকে শ্রীনগরের রাস্তায় বার বার চেকিং হয়। নাম জিজ্ঞেস করতে পারে গাড়ি থেকে নামিয়ে। সবাইকে মাথা ঠান্ডা রেখে যেতে হবে। আমাদের দিল্লির চাদনি চকে বাড়ি। কাশ্মীর ঘুরতে এসেছি কলেজ পাস আউট হয়ে। আর জনাব আমির”…

আয়েষা আমিরের দিকে তাকাল।

আমির বলল, “হু”।

আয়েষা বলল, “তোমার শরীরের ভিতর যা গর্মি আছে, মিশনের জন্য বাঁচিয়ে রাখো দয়া করে। আবার বলছি, এমন কোন বোকামো কাল কোর না, যাতে আমরা ধরে পড়ে যাই। আমরা এখানে গ্রেটার কজে এসেছি। ক্লিয়ার”?

আমির কাবাবে মন দিয়ে বলল, “ক্লিয়ার”।

আয়েষা বলল, “আরিফ, আর ইউ ওকে নাও?”

আরিফ বলল, “জি”।

আয়েষা বলল, “তুমি চাইলে চাচাজানের সঙ্গে শুতে পারো। অসুবিধা হচ্ছে?”

আমির বলল, “আপনার সঙ্গে শুতে পারে না?”

আয়েষা আগুনে চোখে আমিরের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনে কাম সে কাম রাখিয়ে”।

আমির ফিক ফিক করে হেসে বলল, “কাবাব খুব ভাল খেতে। আরেকটু পাওয়া যাবে?”

আয়েষা আমিরের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, “পাওয়া যাবে”।

আরিফ চুপ চাপ খেয়ে গেল। হাত মুখ ধোয়ার জন্য একটা বড় পাত্র নিয়ে এসেছিল আয়েষা। জল ঢেলে দিল। হাত মুখ ধুয়ে নিল। রজ্জাক খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমির মেশিনগানটা মন দিয়ে দেখতে দেখতে আরিফকে বলল, “ভাল জিনিস। মিরান সাহাব ইজ গ্রেট”।

১৬

দুটো করে কম্বল আর মেঝেয় বিছানা করে দেওয়া হয়েছিল তাদের। রজ্জাক আর আমির আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সারাদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে গেছিল আরিফ। ঘুমিয়ে পড়ল এপাশ ওপাশ করতে করতে।

ঘুম ভাঙল আয়েষার ঢাকে।

"ওঠো শিগগিরি"।

ধড়মড় করে উঠে বসল আরিফ।

আয়েষা বলল, "ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স খবর পেয়ে গেছে। আমাদের এখনই এই জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। গাড়ি এসে গেছে। ওঠো"।

তাড়াহুড়ো করে সবাই তৈরী হয়ে গাড়িতে উঠল। আরিফ দেখল গাড়ির ঘড়িতে সময় রাত তিনটে দশ। সে হিসেব করে দেখল এর মানে পাকিস্তানে এখন দুটো চল্লিশ।

আমির বলল, "কে খবর দিল?"

আয়েষা বলল, "মিরান স্যার। চাচার দোকানে রেড হবে আজ ভোরে"।

আমির বলল, "এখন কোথায় যাচ্ছি?"

আয়েষা বলল, "আরেকটা জায়গায়"।

রজ্জাক বলল, "শ্রীনগর না?"

আয়েষা বলল, "না"।

কিছুক্ষণ পর গাড়িটা একটা গ্রামে প্রবেশ করল। একটা বাড়িতে তাদের নামিয়ে দিয়ে গাড়িটা বেরিয়ে গেল।

আয়েষা বলল, "আমার ফুপুর বাড়ি। চাবি আমার কাছে আছে। আজ এখানে থাকি। কাল অল ক্লিয়ার থাকলে শ্রীনগর যাব"।

আমির বলল, "সব আত্মীয়স্বজনের চাবি নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াও বুঝি?"

আয়েষা আমিরের কথার উত্তর না দিয়ে দরজা খুলল।

এ বাড়িটা বড় বাড়ি।

আমির বলল, "যাক, আজকে সোফায় শুতে পারব। আর গাদাগাদি করে শুতে হবে না"।

আয়েষা বলল, "কার্পেট আছে, কম্বল আছে টিভির পাশের আলমারীতে। হেল্প ইওরসেলফ। তবে বাইরের ঘরে না, ভিতরের একটা ঘরে শুতে হবে। আলো আর বেশিক্ষণ জ্বালানো যাবে না। টহলদারি গাড়ি দেখে নিলে সমস্যা হবে"।

রজ্জাক গিয়ে কম্বল আর কার্পেট বের করে মেঝেতে পাতল। আয়েষা বলল, "আমি ভিতরের রুমে ঘুমাব। রিমেম্বার অল, আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কোন কমিউনিকেটিং ডিভাইস নেই। গাড়ি আসার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িতে উঠে বেরোতে হবে। কখন গাড়ি আসবে তাও জানি না। তাই বি অ্যালার্ট। গাড়ি এলেই আমাকে ডেকে দেবেন। যে কেউ এলে দরজা খুলবেন না। ডোর নক করার একটা প্যাটার্ন দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক এভাবে নক হলে তবেই দরজা খুলবেন"। আয়েষা টেবিলে শব্দ করে দেখাল। তিনবার পর পর নক হবে। তারপর একটু গ্যাপ দিয়ে আরেকবার।

রজ্জাক বলল, "ওকে। আমি তোমাকে ডেকে দেব"।

আমির বলল, “এর মধ্যে আর্মি যদি এই বাড়িতে অ্যাটাক করে”?

আয়েষা বলল, “মেশিনগান পেয়ে গেছো তো। মরার আগে কয়েকজনকে মেরে যাবে। পারবে না?

আমির আয়েষার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ফিক করে হেসে রজ্জাককে বলল, “লড়কিমে আগ হে”।

আয়েষা রেগে মেগে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

রজ্জাক কার্পেট পেতে আরিফকে বলল, “আরিফ, শুয়ে পড়। ঘুম কম হলে মাথা কাজ করবে না। এর পরে কী হবে তুমি নিজেও জানো না, অকারণ নিজের শক্তি নষ্ট করলে ভাল লাগবে?”

আরিফ বলল, “তোমরা ঘুমিয়ে পড়। আমি জেগে আছি”।

আমির শুয়ে পড়ল।

রজ্জাক বলল, “বি প্রফেশনাল। ফরগেট ইওর পাস্ট। রিভেঞ্জ নিতে হলে এই দুটো সবার আগে মনে রাখা দরকার। পারবে না?"

আরিফ বলল, “জানি না পারব কী না”।

রজ্জাক বলল, “পারতেই হবে। উই আর ইন এ মিশন। মিরান সাহেব যখন তোমাকে চুজ করেছেন, তখন নিশ্চয়ই কিছু কারণ আছে বলেই করেছেন। বি ব্রেভ, বি কুল আরিফ। শুয়ে পড়”।

আরিফ হাসার চেষ্টা করল, “শুক্রিয়া রজ্জাক”।

রজ্জাক হাসল। বলল, “শুক্রিয়ার কিছু নেই। আমরা সোলজার। মিশনে এসেছি। একমাত্র আল্লাহপাক জানেন আমরা আমাদের মিশনে সফল হব কী না। কিন্তু এটা জানি, আমাদের সবাইকে সুস্থ থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত। সেটা পারলেই হবে। রাইট?”

আমির ঘুম গলায় বলল, “ভাইসাব ঘুমাও না। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দিল”।

আরিফ অনেকক্ষণ পরে হাসল এবার।

১৭

সারা সকাল কেটে গেল কোন গাড়ি এল না।

দুপুর দেড়টা বাজে।

আয়েষা গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। আরিফের পরে ঘুম ভেঙেছে। তিন দিন পরে ঠিক করে ঘুমিয়েছে বলেই হয়ত।

রজ্জাক একটা ক্যাম্বিস বল পেয়েছে ঘরের ভিতর। সেটা দেওয়ালে মারছে আর ক্যাচ নিচ্ছে। আমির সোফায় শুয়ে আছে।

আমির বলল, "কী ম্যাডাম, আমাদের এখানে গ্যারাজ করে দিয়ে তারপর কী হল?"

আয়েষা বলল, "চাচার দোকানে কোন প্রবলেম হয়েছে নিশ্চয়ই। তবে একটা কথা বলতে পারি, আমার ফুপাজি কাশ্মীর বিধানসভায় কাজ করেন। এই বাড়িতে আর্মি হানা দেবে না। এটুকু শিওর"।

আমির বলল, "ঠিক আছে, দিল না। কিন্তু আমরা এখানে কি ঘুমাতে এসেছি? ঠিক কী করতে এখানে পড়ে থাকব সেটা জানতে পারি কি?"

আয়েষা বলল, "নিশ্চয়ই পারো। সমস্যা হল তুমি যেখানে আছো, আমিও সেখানেই আছি। তুমি তো পাকিস্তানি আর্মিতে ছিলে। তুমি জানো না শত্রুপক্ষ যখন অ্যালার্ট থাকে, তখন মুভমেন্ট করতে নেই? এর মানে নিশ্চয়ই এখন ইন্ডিয়ান আর্মি পুরো হাইওয়ে দখল করে আছে"।

আমির বলল, "ইয়া খুদা, আপনি কত জানেন। আপনার কথা শুনে মনে হয় না আপনি আই এস আইতে নতুন রিক্রুট"।

আয়েষা কয়েক সেকেন্ড আমিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "অনন্তনাগ ব্লাস্টের কথা মনে আছে? লাস্ট ইয়ার হয়েছিল? ইন্ডিয়ান আর্মির একটা জিপে বম্ব ব্লাস্ট হয়েছিল?"

আমির বলল, "হ্যাঁ। কেন মনে থাকবে না?"

আয়েষা বলল, "ওই ব্লাস্ট আমি করিয়েছিলাম"।

আমির হাঁ করে আয়েষার দিকে তাকিয়ে উঠে বসে বলল, "সত্যি?"

আয়েষা বলল, "তো তুমনে ক্যা সোচা থা আমির আলী? আই এস আই মেয়েদের সুন্দর মুখ দেখে টিম লিডার করে দেয়? নাও স্টপ বিহেভিং লাইক আ চাইল্ড এন্ড কো অপারেট"।

আমির রজ্জাকের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "বান্দী সহী হে ইয়ার"।

রজ্জাক বলল, "কিউ, শাদী করনি হে?"

আমির বলল, "শাদী তো আরিফ করেগা। দুজনে কত প্যার দেখো নি?"

রজ্জাক আর আমির দুজনেই হেসে উঠল।

আয়েষা বলল, "শাদি করার হলে আমি এত কষ্ট করে একা লড়াইটা চালিয়ে যেতাম না। কোন বড়লোক ছেলে দেখে বিয়ে করা গৃহস্থ সামলাতাম। কেন এতদূর আমি দৌড়ে বেড়াচ্ছি, তোমরা বুঝতে পারো না? তোমরা কেন এই মিশনে জয়েন করেছো?"

আরিফ বলল, "আমি জানি না আমি কেন এই মিশনে জয়েন করেছি"।

সবাই আরিফের দিকে তাকাল।

রজ্জাক বলল, "তোমার ঠিক করে ট্রেনিং দরকার ছিল। মোটিভেশনাল স্পিচ দরকার ছিল। সেই ভিডিওগুলো দেখার দরকার ছিল যেখানে ইন্ডিয়াতে মুসলিমদের ওপর কতখানি অত্যাচার হয়। তোমার

সমস্যা হল তোমার ফ্যামিলিতে একটা হাদসা হল আর তোমাকে মিনিমাম প্রিপারেশনের সময়টুকু না দিয়ে মিরান সাব আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। তুমি জানো না আরিফ, কাশ্মীরে আমাদের লোকেরা কী করে আছে। মেয়েদের লাইফ বলে কিছু নেই। ইন্ডিয়ান আর্মি এখানকার মানুষদের গলায় পা দিয়ে রেখে দিয়েছে"।

আয়েষা আরিফের পাশে বসে ওর হাত ধরল, "বি স্ট্রং আরিফ। ইউ হ্যাভ টু বি স্ট্রং"।

আমির আওয়াজ দিল, "ওই দেখ, দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গের শুটিং শুরু হয়ে গেছে"।

আয়েষা আরিফের পিঠে হাত রেখে বলল, "ওর কথা শুনো না আরিফ। লিসেন টু ইওর সেলফ। উই নিড ইউ। আমাদের সবাইকে আমাদের সবার দরকার। নইলে আমরা এদের শাস্তি দিতে পারব না। উই হ্যাভ টু ডু আ বিগ থিং"।

আমির বলল, "আর সেটা কী? এবার বলা যায়?"

আয়েষা বলল, "আমি জানি না"।

আমির অবাক হয়ে বলল, "মানে? এতক্ষণ জানতাম তুমি জানো। এখন বলছো জানো না? ইয়ার্কি হচ্ছে?"

আয়েষা বলল, "মিরান সাহাব জানাবেন। মে বি টুডে, মে বি টুমরো। আফটার রিচিং শ্রীনগর"।

আমির বলল, "আজ এখানে থাকতে হলে আমরা কী খাব? এ বাড়িতে খাবার দাবার নেই মনে হয় কিছু"।

আয়েষা বলল, "দেশের জন্য একদিন রোজা রাখতে খুব সমস্যা হবে?"

আমির বলল, "এখন রমজান না, তো রোজা করব কেন খামোখা?"

আয়েষা তীক্ষ্ণ চোখে আমিরের দিকে তাকিয়ে রইল।

১৮

সন্ধ্যেবেলা। গাড়ি আসে নি।

আমির বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোন খাবার পেল না। বলল "এ কেমন কাশ্মীরিরে বাবা? আখরোট থাকত অন্তত! আমি বেরোই। গ্রামে কিছু পাই নাকি দেখি"।

আয়েষা বলল, "একদম না। কোথাও যাওয়া যাবে না। প্রশ্নই ওঠে না"।

আমির বলল, "একী বিগ বস, বিগ বস খেলা হচ্ছে নাকি?"

আয়েষা বলল, "ধরে নাও তাই। কিন্তু বেরনো যাবে না একেবারেই"।

আমির গুম হয়ে বসে রইল।

রজ্জাক শুয়ে ছিল। মোম জ্বলছে ঘরে। আমির বলল, "কোন রকম কমিউনিকেটিং ডিভাইস ছাড়া কেন আমরা এখানে এলাম? যদি মিরান সাব আমাদের খবর দিতে চান, কী করে দেবেন?"

আয়েষা বলল, "কিছু না দিয়ে পাঠানোর ডিসিশন মিরান সাহাবেরই। নিশ্চয়ই উনি কিছু ভেবেই কাজটা করেছেন। যখন সময় হবে, ঠিক গাড়ি পাঠানো হবে। সেরকমই ইন্সট্রাকশন আছে"।

আমির বলল, "তুমি বোরখা পরে কোন কিছু নিয়ে আসতে পারো তো"।

আয়েষা বিদ্রুপের সুরে বলল, "বাহ, খুব বুদ্ধি তো! আমি গ্রামে বেরোব, আর তারপর ইন্ডিয়ান আর্মি আমার পিছন পিছন এসে সবাইকে এনকাউন্টার করে দিক। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি লেফটেনান্ট হয়েছিলে কী করে?"

আমির চুপ করে গেল।

আয়েষা জানলা ফাঁক করে বাইরের দিকে দেখল। রাস্তাঘাট জনহীন। সে বলল, "অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই"।

আমির বলল, "তুমি আমাদের নিয়ে এলে। তুমি আমাদের টিম লিডার। তোমার এখানে নাকি সব চেনা। এখন তুমি বলছো অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই। যদি কালকেও কেউ না আসে, পরশুও না আসে, কী করব? না খেয়ে থাকব?"

আয়েষা বলল, "আমি যা করছি সব শুধু আমার নিজের জন্যই করছি তাই না? পরিস্থিতি যেমন হবে, সেভাবেই থাকতে হবে। আর কেউ কিছু বলছে না, তোমার এত সমস্যা হচ্ছে কেন? আর্মি ট্রেনিং তো অনেক কঠিন হয়, না খাইয়েও রাখা হয়, তোমার সেরকম ট্রেনিং হয় নি?"

আমির বলল, "সে যখন হয়েছে হয়েছে। এখন আমি চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই মিশনটা শেষ করে দেশে ফিরতে"।

আয়েষা বলল, "তো ঠিক আছে। ইউ মে গো নাও। ফ্রি টু গো এনি হোয়ার। যাও"।

আমির বিদ্রুপের হাসি হেসে বলল, "বাহ, কী ভাল টিম লিডার পেয়েছি আমরা। মাঝরাস্তায় বলে দিচ্ছে ইউ আর ফ্রি টু গো। বাহ বাহ। খুব ভাল। বড়িয়া হে"।

আয়েষা থমথমে মুখে বসে রইল।

রজ্জাক বলল, "আমার মনে হয় মিরান সাহেব আমাদের বেশিক্ষণ আটকে থাকতে দেবেন না। কিছু একটা ওয়ে আউট নিশ্চয়ই হবে। যদি আয়েষার চাচার দোকানে রেইড হয় আর আর্মি কিছু সন্দেহ করে, সেক্ষেত্রে কিছু টাইম তো লাগবেই। ফায়ারিঙে পয়েন্ট ফোর ক্যাম্পের ইন্ডিয়ান আর্মি মরেছে। ওরা কুকুরের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাদের। এটাই স্বাভাবিক। এটা সেফ হাউজ"।

আমির রজ্জাকের দিকে তাকিয়ে বলল, "সেফ হাউজ হোক না, আমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু না খেয়ে কত দিন থাকব আমরা?"

রজ্জাক বলল, "আরেকটা দিন দেখাই যাক। তারপর না হয় আমরা এখান থেকে বেরিয়ে নিজেরাই নিজেদের খাবার খুঁজে নেব? কাশ্মীরে উই আর নট সেফ এটা বুঝতে হবে। ইন্ডিয়ার অন্যত্র কোন বড় শহরে গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়। কাশ্মীরে যেভাবে ইন্ডিয়ান আর্মি অপারেট করছে এখন, সেখানে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ানো ইজ নট সেফ"।

আমির বলল, "তাহলে বসে থাকো। আর কী করবে"?

রজ্জাক বলল, "একজ্যাক্টলি। আপাতত এটাই কাজ। এটাও তো পার্ট অফ দ্য প্ল্যান ছিল। ছিল না?"

আমির চুপ করে গেল।

আয়েষা "থ্যাংক্স রজ্জাক" বলে অন্য ঘরে চলে গেল।

আমির রজ্জাকের দিকে তাকিয়ে আয়েষাকে ভেঙিয়ে বলল, "যা উসকে পাস যা, বুলা রহি ও তুঝে। দেগি। যা যা"।

রজ্জাক হাসতে লাগল।

১৯

রাত এগারোটা। আরিফ বাদে সবাই শুয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হওয়া শুরু হল।

ঠিক যে প্যাটার্নটা আয়েষা দেখিয়েছিল, সেই প্যাটার্ন।

আরিফ কিছু না ভেবেই দরজা খুলে দিল। একজন তরুণ কাশ্মীরি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে বলল, "চলুন"।

আরিফ ছেলেটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বলল, "কোথায়?"

ছেলেটা হাসল, "জন্নত"। তারপর হাসতে হাসতে বলল, "মিরান সাহাব পাঠিয়েছেন। জলদি করুন। হাতে সময় নেই"।

আরিফের ঘোর কাটল। সে সবাইকে ডেকে তুলল।

আমির উঠেই খুশি হয়ে বলল, "মাশাল্লাহ, বাঁচলাম"।

তারা দশ মিনিটের মধ্যে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল। আয়েষা ছেলেটাকে বলল, "আপনার নাম কী?"

ছেলেটা বলল, "জি মেরা নাম তবরেজ"।

আয়েষা বলল, "আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

তবরেজ বলল, "শ্রীনগর। রাস্তায় যদি আর্মি দাঁড় করায়, বলবেন ট্যুরিস্ট। গুলমার্গ থেকে ফিরছি"।

আয়েষা বলল, "ঠিক আছে"।

আমির বলল, "খিদে পেয়েছে তবরেজ। কী খাওয়াবে?"

তবরেজ বা হাত দিয়ে একটা বাক্স বের করে বলল, "মিষ্টি পাউরুটি আছে। খেয়ে নিন সবাই"।

আমির বাক্স থেকে একটা পাউরুটি বের করে বাক্সটা পিছনে দিয়ে দিল। সবাই খেতে শুরু করল।

আয়েষা বলল, "তবরেজ, আপনি খাবেন না?"

তবরেজ বলল, "আমি খেয়ে এসেছি"।

গাড়ি বড় রাস্তায় উঠল। ভারতীয় সেনার টহলদারি ভ্যান আছে রাস্তায়। তাদের গাড়ি দেখেই দাঁড়াল। তবরেজ নেমে কথা বলে এসে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বলল, "এত রাতে বেরিয়েছি কেন জিজ্ঞেস করছিল। বললাম গুলমার্গ থেকে ফেরার সময় গাড়ি খারাপ হয়ে গেছিল। এখন কারফিউ টাইম। বেরনোর কথা না। বললাম শ্রীনগরের হোটেলে সব সামান আছে আপনাদের। এই গল্পটাই সব জায়গায় দিয়ে যেতে হবে"।

আমির বলল, "ওদের আব্বুর বিয়ে দিতে বেরিয়েছি। জানি না ম্যাডাম কী মিশনে নিয়ে যাচ্ছে, আমার তো ইচ্ছা করছিল এখানেই সব ক'টাকে গুলি করে উড়িয়ে দি"।

তবরেজ কোন উত্তর না দিয়ে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমির খেতে খেতে বলল, "পাকিস্তানী আর্মি চাইলে একদিনে কাশ্মীর দখল করতে পারে। ব্লাডি পলিটিশিয়ান্স। শুধু ভয় পাবে। এত ভয়ের কী আছে?"

রজ্জাক চুপ করে খেয়ে যেতে লাগল।

আরিফ একটু একটু করে পাউরুটি খেতে খেতে ভাবছিল এরকম পাউরুটি করাচীতে কেন পাওয়া যায় না? কী সুন্দর খেতে! অফিসের ক্যান্টিনে এক ধরণের পাউরুটি পাওয়া যায়, সেগুলো একেবারেই মিষ্টি না।

খেলে গলা শুকিয়ে যায়। আয়েষা বলল, “শরীর গরম থাকা ভাল জনাব আমির, কিন্তু সব সময় এত গরম থাকাও ভাল না যে সব সময় সবাইকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করবে”।

আমির গজগজ করতে করতে চুপ করে গেল।

তবরেজ বলল, “গত মাসে আমি ওপারে গেছিলাম”।

আয়েষা বলল, “কোথায়? কীভাবে?”

তবরেজ বলল, “শাদি ছিল এক বন্ধুর বন্দীপুর ডিস্ট্রিক্টে। সেখান থেকে ব্যবস্থা হয়েছিল। ওখানেই মিরান সাহাবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল”।

আয়েষা বলল, “ফির? কোন ইন্সট্রাকশন?”

তবরেজ বলল, “আপনাদের শ্রীনগরে ছেড়ে দিয়ে আমার ছুটি। ওখানে পৌঁছেই কী করতে হবে জানতে পারবেন”।

আয়েষা বলল, “কোথায় থাকব আমরা শ্রীনগরে?”

তবরেজ বলল, “দ্য গ্র্যান্ড হাউজবোটে। পুরো হাউজবোট ভাড়া নেওয়া আছে ট্যুরিস্ট কোম্পানির নামে। ডাল লেকের কাছে চাচার শিকারায় আপনাদের তুলে দিতে হবে। এমনই বলা আছে”।

আয়েষা বলল, “এখন আর্মি নেই ওখানে?”

তবরেজ বলল, “পারমিট করা আছে। পাকা কাজ। মিরান সাহাব আপনাদের জন্য কাঁচা কাজ করবেন ভাবলেন কী করে?”

আয়েষা বলল, “তাও ঠিক”।

হঠাৎ আরিফ বলল, “কী কাজ করতে হবে আপনি কিছুই জানেন না তবরেজ?”

তবরেজ হেসে বলল, “সবই আল্লাহর ইচ্ছা জনাব। আমরা তার কাজ করে যাচ্ছি শুধু। আজকে বিকেল চারটেয় আপনাদের পিক আপ করার কথা ছিল। সেই মত গ্রামে ঢুকতে গিয়ে টের পেলাম ইন্ডিয়ান ড্রোন টহলে বেরিয়েছে। দেরী করলাম। যদি তখন যেতাম, এতক্ষণে আপনারা ইন্ডিয়ান সেনার কাস্টোডিতে থাকতে”।

আমির বলল , “না, জন্নতে থাকতাম। কাস্টোডিতে থাকার লোক আমির আলী না”।

তবরেজ কিছু বলল না। রজ্জাক একটু কাঁচ নামিয়েছিল। প্রবল জোরে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি কাঁচ তুলে দিল রজ্জাক।

আমির গুণ গুণ করে গান করতে শুরু করল, “ও সাকি সাকি রে সাকি সাকি”…

২০

রাত আড়াইটা নাগাদ শ্রীনগরে ঢোকার মুখে তাদের আর্মি চেক পোস্টে আটকে দিল।

তবরেজ গাড়ি থেকে নামল।

আর্মির দুজন জওয়ান গাড়ির ভিতর টর্চ ফেলল। আয়েষাকে দেখে তবরেজকে বলল, "কী হয়েছে? এখানে এত রাতে কী হচ্ছে?"

তবরেজ বলল, "স্যার, দিল্লির পার্টি। গুলমার্গে গাড়ি খারাপ হয়ে গেছিল। আর কোন গাড়িও পেলাম না। রাত হয়ে গেল ঠিক করতে করতে। কী করব?"

জওয়ানরা বলল, "তো রাতে গুলমার্গ থাকল না কেন?"

তবরেজ বলল, "কী করবে স্যার? কাল সকালেই ফ্লাইট। রিস্ক নেওয়া গেল না"।

দুজন জওয়ান নিজেদের মধ্যে কী কথা বলল। একজন চেকপোস্টের ভিতরে গিয়ে একজন সিনিয়র অফিসারকে ডেকে নিয়ে এলেন। সিনিয়র বললেন, "সবার আই কার্ড দেখি"।

তবরেজ গাড়ির ভিতরে মুখ করে বলল, "ভোটার কার্ড"।

আয়েষা চারজনের ভোটার কার্ড নিজের কাছে রেখেছিল। সে তবরেজকে দিল।

আরিফের প্রচন্ড টেনশন হচ্ছিল। সে দরদর করে ঘামতে শুরু করল।

সে বুঝতে পারছিল না ধরা পড়ে গেলে কী করবে। হঠাৎ করে কান্না পেয়ে গেল তার। আম্মির কথা মনে পড়ে গেল। চোখ মুখ শক্ত করে বসে থাকল সে।

সিনিয়র অফিসার তবরেজকে ধমকাতে শুরু করলেন। তবরেজ মাথা নিচু করে শুনল।

আমির ফিসফিস করে বলল, "উড়িয়ে দেব?"

আয়েষা চাপা গলায় ধমকাল, "জাস্ট শাট আপ। একটা কথা না"।

গাড়ির মধ্যে কম্পিত হৃদয়ে সবাই বসে রইল।

কিছুক্ষণ পর ভোটার কার্ড সহ ছাড়া পেল তবরেজ। গাড়িতে ঢুকে স্টার্ট দিয়ে বলল, "আল্লাহর মেহেরবানী আপনাদের টেনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে নি। মিরান সাবের পাক্কা প্ল্যানিং"।

আয়েষা বলল, "মানে? কীসের পাক্কা প্ল্যানিং?"

তবরেজ পকেট থেকে একটা প্রিন্ট আউট বের করে দিয়ে বলল, "আপনাদের ছদ্ম নামে কাল দিল্লির ফ্লাইটের টিকিট। কাটাই আছে"।

আয়েষা হাঁফ ছাড়ল, "আল্লাহ কা লাখ লাখ শুক্রিয়া। মিরান সাহাব ইজ আ জেম"।

আমির বলল, "পায়ের কাছে অস্ত্র ছিল। বেশি বাড়াবাড়ি করলে উড়িয়ে দিতাম"।

তবরেজ বলল, "কেন ফালতু কথা বলছেন জনাব? অত সোজা? দুজনকে ওড়ালে দুশোজন আপনাকে উড়িয়ে দিয়ে যাবে। সব কিছু অত সোজা ভাববেন না। প্রতিটা পদক্ষেপ ভেবে চিন্তে নিতে হবে। এরকম আজে বাজে কথা বলবেন না। আমি সামলে নিলাম তো। গাড়ি খারাপ ছিল বলে গুলমার্গে দেরী হয়েছে, সেখান থেকে আজই তাড়াহুড়ো করে আসতে হল কারণ কাল ফ্লাইট আছে। মিটে গেল। আমাকে একটু ভরসা করুন জনাব। মিরান সাহাবই তো পাঠিয়েছেন"।

আমির বলল, "হ্যাঁ, হয়েছে হয়েছে। তাড়াতাড়ি নিয়ে চল তো। আর পারছি না"।

ডাল লেকে গিয়ে আরেকপ্রস্থ জেরা পার করাল তবরেজ। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক শিকারা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তারা শিকারাতে চড়লে শিকারা রওনা দিল। তবরেজ পাড় থেকে হাত নাড়ল।

আয়েষা প্রত্যুত্তরে হাত নেড়ে শ্বাস ছেড়ে বলল, “নাও উই আর সেফ”।

ডাল লেকের চারপাশে আলো জ্বলছিল। আরিফ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। কী অপূর্ব জায়গা! এত সুন্দর জায়গা আম্মি আব্বু দেখে গেল না?

নিজের মনকে স্থির করল সে। কথায় কথায় আব্বু আম্মি আসছে। ঠিক হচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বড় হাউজবোটের কাছে এল তাদের শিকারা। ঝকঝক করছে বিরাট বড় ‘দ্য গ্র্যান্ড হাউজবোট’।

একজন পনেরো ষোল বছরের কিশোর হাউজবোটে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের আপ্যায়ন করল। আয়েষা একটা ঘরে চলে গেল। আরিফ, আমির আর রজ্জাককে একটা বড় রুম দেওয়া হল।

রজ্জাক নরম বিছানা দেখে শুয়ে পড়ে বলল, “কাল সকালে কথা হবে মিয়াঁ”।

আমিরও কম্বলের তলায় ঢুকে গেল।

আরিফ বাথরুমে ঢুকল। গীজার চালিয়ে মুখে জল দিয়ে আয়নায় তাকাল।

দাড়ি উঠেছে। চোখের তলায় কালি জমেছে।

তার হঠাৎ করে মনে হল সে কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই মার কোলে ঘুম ভাঙবে।

মা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে।

গরম জলের কল বন্ধ করে ঠান্ডা জল চালিয়ে চোখে মুখে দিতে লাগল সে। হীমশীতল জল যেন সাপের ছোবল মারতে শুরু করল তার মুখে।

সে অনুভূতিহীন হয়ে নিজের মুখে জলের ছিটে দিয়ে যেতে লাগল। মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল তার।

কিছুক্ষণ পর রজ্জাক বাথরুমের দরজা ধাক্কিয়ে গলা তুলল, “আরিফ?”

আরিফ দরজা খুলল, “জি”।

রজ্জাক তার দিকে তাকিয়ে বলল, “কী হয়েছে?”

আরিফ বলল, “কিছু না”।

রজ্জাক বলল, “চোখ মুখ লাল লাগছে কেন?”

আরিফ বলল, “কিছু না। ঠিক আছে?”

রজ্জাক তার কাঁধে হাত দিল, “নার্ভাস ব্রেকডাউন, তাই না? এসো দেখি, কী হয়েছে”। রজ্জাক বসাল তাকে। ঘাড়ে কাঁধে ম্যাসাজ করতে শুরু করল।

আরিফ বলল, “শুক্রিয়া”।

রজ্জাক বলল, “খুনের পাশাপাশি এটাও ভাল পারি। রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান এটাই”।

হাসল আরিফ।

রজ্জাক বলল, “চিন্তা কোর না। সব ঠিক হয়ে যাবে?”

আরিফ কিছু বলল না। কী ঠিক হয়ে যাবে? তার আব্বু আম্মি কি আর কোন দিন ফিরে আসবে?

২১

কম্বলের ওমে ঘুম এল শেষ রাতে। আরিফের ঘুম যখন ভাঙল দেখল ঘরে আয়েষা থমথমে মুখে বসে আছে। আমির আর রজ্জাক চেয়ারে বসে।

আরিফ ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, "আমাকে ডাকলে না কেন?"

আয়েষা বলল, "তোমাকে ডিস্টার্ব করতে চাইছি। তুমি ক্লান্ত ছিলে"।

আরিফ মুখ ধুতে উঠল। আয়েষা বলল, "আরিফ"।

আরিফ থমকে দাঁড়াল, "জি"।

আয়েষা বলল, "উই হ্যাভ গট আওয়ার মিশন ডিটেইলস"।

আরিফ কৌতূহলী মুখে বলল, "সেটা কী?"

আয়েষা বলল, "বস"।

আরিফ চেয়ার টেনে বসল।

আয়েষা বলল, "মিরান সাব মিশন ডিটেলস পাঠিয়েছেন"।

আরিফ বলল, "হ্যাঁ সেটা বললেন তো"।

আয়েষা বলল, "আজ থারটিন্থ নভেম্বর। কাল ফরটিন্থ। নেহেরুজীর জন্মদিন, অলসো চিল্ড্রেন্স ডে ইন ইন্ডিয়া। কালকের দিনে কাশ্মীরের বিভিন্ন স্কুল থেকে বাচ্চারা ডাল লেক লাগোয়া রাস্তায় প্যারেড করবে"।

আরিফ বলল, "ওকে"।

আয়েষা বলল, "দ্য অর্ডার ইজ, কাল আমাদের ওখানে একটা ব্লাস্ট করতে হবে"।

আরিফ হতভম্ব হয়ে আয়েষার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাচ্চাদের মারতে হবে?"

আয়েষা মাথা নিচু করল, "হ্যাঁ। এই প্যারেডটা অরগানাইজ করছে পাকিস্তানপন্থী নেতা আনসারউদ্দিন। আমরা ব্লাস্টটা করালে বার্তা যাবে ইন্ডিয়ান আর্মি এই কাজটা করেছে। দ্যাট উইল ফেভার পাকিস্তান"।

আমির আয়েষার দিকে তাকিয়ে বলল, "তো? দিক্কত ক্যা হে? ইজি জব। হো জায়েগা। আমাদের এক্সিট প্ল্যান?"

আয়েষা ধরা গলায় বলল, "তবরেজ কন্ট্যাক্ট করে নেবে"।

আমির বলল, "তোমার কী প্রবলেম হচ্ছে? এটা কি খুব কঠিন কাজ? কিছুদিন আগে পেশোয়ারের একটা স্কুলে ব্লাস্ট হল। তোমার কী মনে হয় পাকিস্তান সেটা করিয়েছিল? ইন্ডিয়াই করিয়েছিল। ওরা যদি করতে পারে, আমরা কেন পারব না? আমরা কোথাকার দেবদূত?"

আয়েষা বলল, "মিরান সাবের ভাবা উচিত ছিল একজন কাশ্মীরি হয়ে আমি কাশ্মীরি শিশুদের ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারব না"।

আমির বলল, "ক্ষতি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? নিজের ধর্মের জন্য যে কুরবানী হয়, তাকে ক্ষতি বলা হয় না। জন্নতে যাবে বাচ্চারা। স্বয়ং মিরান সাব যখন বলেছেন, তখন ভেবেই ঠিক করেছেন। এটা নিয়ে তুমি সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছো কেন? কতটা পলিটিকাল অ্যাডভান্টেজ পাকিস্তান পাবে, ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট?"

আরিফের হঠাৎ তার আব্বু আম্মির ছবিটা মনে পড়তেই বমি পেল।

সে বাথরুমে গিয়ে হড় হড় করে বমি করে দিল। কল খুলে ঠান্ডা জল ছেড়ে মাথায় সে জল দিয়ে বসে রইল।

রাতেই ঠান্ডা লেগেছিল। তার ঘোর জ্বর এসেছে বুঝতে পারল আরিফ। মাথায় টাওয়েল দিয়ে যখন বাথরুম থেকে বেরোল তখন আয়েষা বেরিয়ে গেছে। আমির একটা কাগজে কিছু হিসেব করতে শুরু করেছে। আরিফ মাথা মুছতে মুছতে রুমের বাইরে বেরিয়ে দেখল আয়েষা ছল ছল চোখে ডাল লেকের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে দেখে আয়েষা বলল, "আই অ্যাম সরি আরিফ"।

আরিফ বলল, "কেন?"

আয়েষা বলল, "আমি জানি না কেন সরি বললাম। আমার এখন মনে হচ্ছে আমি খুব বড় কোন ভুল করে ফেলেছি। ইন্ডিয়া হোক বা পাকিস্তান, আমাদের কাশ্মীরিদের ভাল কেউ চায় না। সবাই শুধু চায় আমাদের দলে পিষে মেরে শেষ করে দিতে। এর বেশি কেউ কোন দিন কিছু ভাবে নি। কিন্তু আমার এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার পথ নেই। আই হ্যাভ অলরেডি লস্ট দ্য গেম"।

রজ্জাক এসে বলল, "আলু কা পারাঠা করেছে ব্রেক ফাস্টে, খাবে না?"

আরিফ বলল, "আমার ইচ্ছে করছে না খেতে"।

আয়েষা বলল, "হ্যাঁ। যাচ্ছি"।

আয়েষা চলে গেল রজ্জাকের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে।

আরিফ ডাল লেকের দিকে তাকাল। ঝলমলে রোদ উঠেছে। শিকারা ঘুরে বেড়াচ্ছে লেক জুড়ে।

এই সেই কাশ্মীর! এই কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশে চাপান উতোর হয়েই চলেছে।

আরিফ বুঝতে পারছিল তার জ্বর এসে গেছে। সে রুমে ফিরে গেল। আমির তার দিকে তাকিয়ে কাগজটা দেখিয়ে বলল, "ব্লাস্ট করার জন্য এই জিনিসগুলো দরকার। নোটডাউন করে ম্যাডামকে দেব"।

আরিফ আমিরের দিকে তাকাল। চোখে মুখে স্থির সংকল্পের ছাপ স্পষ্ট।

আরিফ হঠাৎ খুব ভয় পেল।

কেন পেল নিজেও বুঝতে পারল না।

২২

"দ্য ওয়ার্ড ইজ কুরবানী"।

আমির ধীর স্বরে কথাটা বলল।

তারা চারজন একসঙ্গে বসে আছে। আরিফের জ্বর এসেছে। আমির তাকে উঠে বসিয়েছে চেয়ারে।

আমিরই বলেছে, তার কিছু বলার আছে।

আয়েষাকে ডেকে নিয়ে এসেছে নিজের উদ্যোগে।

এতদিন যে আমির সব কিছুতে বিরক্তি প্রকাশ করছিল, হঠাৎ করে ভীষণ সিরিয়াস হয়ে গেছে। এতক্ষণে তাকে লেফটেনান্টের মত লাগছে।

আমির তাদের সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব কাজ করে। এক যোগে। কোথাও টুইন টাওয়ার ধ্বংস করছে বলে ওরা আমাদের ভাইদের আফগানিস্তানে মেরে ফেলে দিল। কাশ্মীরে দিনের পর দিন ওরা আমাদের মা, বোনেদের রেপ করে চলেছে। বাচ্চাদেরও ছাড়ে না। আমরা যেটা করতে চলেছি, তা আল্লাহর দেখানো পথ। আল্লাহর পথে কুরবানী চাই। সে কুরবানী আমাদের বাচ্চারা দেবে। আমরা কাশ্মীরকে আজাদ করার জন্য যে পথ নিয়েছি, তার জন্য মিরান সাহাব যে পথ আমাদের বলেছেন, এর থেকে ভাল পথ আর হয় না। আমরা যদি সাধারন মানুষের ভিড়ে কোন ব্লাস্ট করাতাম, কেউ দেখবে না। দু দিন খবর হবে, তিন দিনের দিন অন্য কোন সেনসেশনাল নিউজ এসে সেটাকে ঢেকে দেবে। ইন্ডিয়ান আর্মি কাশ্মীরি বাচ্চাদের প্রসেশনে গুলি চালিয়েছে, এটা বাইরের বিশ্বকে নাড়িয়ে দেবে। ইট উইল ক্রিয়েট আ হিউজ প্রেশার অন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট। আয়েষা ম্যাডাম, আমি বুঝতে পারছি তুমি খানিকটা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছো, কিন্তু তুমিই বল, কাশ্মীরের আজাদির জন্য তুমু যে লড়াইটা করছো, সেখানে প্রয়োজন হলে তুমি আত্মবলিদান দেবে না"?

আয়েষা চোখের জল মুছে মাথা নাড়ল, "অফকোর্স দেব"।

আমির বলল, "তাহলে? সমস্যা কোথায়?"

আয়েষা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "আমার কোন সমস্যা নেই। আই অ্যাম রেডি। লেটস ডু ইট"।

আমির বলল, "রজ্জাক?"

রজ্জাক কাঁধ ঝাঁকাল, "আমি অলওয়েজ রেডি"।

আরিফের জ্বর এসেছিল। সে কাশতে শুরু করল। আমির আরিফের পিঠে চাপড় মেরে বলল, "ওষুধ দিচ্ছি। তোমাকে আজকেই সুস্থ হতে হবে"।

আরিফ বলল, "আমাকে কী করতে হবে"?

আয়েষা বলল, "একটা টিম হাউজবোটে থাকবে। এটা আমাদের কন্ট্রোলরুম হবে। স্যার ওয়াজেদ আসছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে। ওর কাছে লেক রোডে, যেখানে প্রসেসনটা হবে, তার সিসিটিভি লোকেশন আর কো অরডিনেটস থাকবে। উনি ল্যাপটপ এবং সিসিটিভি অ্যাক্সেস তোমাকে দেবেন। তোমার কাজ হবে ডিউরিং অপারেশন কো অরডিনেটসগুলো বলা। একটু পর আমরা বেরবো, রোড ডিটেলস দেখে আসতে যাব। আজকে ড্রেস রিহার্সালটা হয়ে যাবে। কাজ হয়ে গেলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবে"।

আরিফ বলল, "এই জন্য আইটির লোক দরকার ছিল?"

আয়েষা হাসল, "আমি এখনও জানি না মিরান সাহাব কেন তোমাকেই চুজ করেছেন"।

আমির বলল, "আমি যে মেটিরিয়ালগুলো আনতে বলেছি, এসেছে?"

আয়েষা ঘড়ি দেখে বলল, "খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে। ওয়াজেদ স্যার এসে আমাদের লেক রোডে নিয়ে যাবেন। আরিফ, তুমি প্যারাসিটামল খাও"।

আয়েষা একটা ওষুধ বের করে আরিফকে দিল। আরিফের জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছিল। সে ওষুধটা খেল।

রুমের দরজায় নক হল।

সেই একই প্যাটার্নে, যেটা তবরেজ ব্যবহার করেছিল।

আয়েষা দরজা খুলল। বলল, "ওয়েলকাম অন বোর্ড স্যার"।

আরিফ লোকটার মুখ দেখা মাত্র চমকে উঠল। তাদের অফিসের বেগ স্যার। ইনিই তাহলে ওয়াজেদ?

আরিফের দিকে তাকিয়ে বেগ বলল, "হাউ ইজ হি ডুইং?"

আয়েষা বলল, "ফাইন জনাব। এখন জ্বর এসেছে"।

বেগ বলল, "সেরে যাবে। আরিফ, তোমার আম্মি আব্বুর খুনের বদলা তোমাকে নিতে হবে না?"

আরিফ মৃদু গলায় বলল, "নিতে হবে"।

বেগ কাঁধের ব্যাগ থেকে ল্যাপটপ বের করে তার পাশের চেয়ারে বসে ল্যাপটপটা অন করল।

সেকেন্ড তিরিশেক পরে সিসিটিভি সাইটে লগ ইন করে বলল, "নাও উই হ্যাভ সিসিটিভি অ্যাক্সেস অফ জে এন্ড কে পুলিশ। আরিফ, দেখো। কী দেখতে পারছ?"

আরিফ দেখল একটা স্ক্রিণে বারোটা সিসিটিভি ফুটেজ দেখা যাচ্ছে।

সেটাই বলল বেগকে।

বেগ বলল, "কাল সকাল ন'টা থেকে প্রসেসন শুরু হবে। আমাদের ব্লাস্টের সময় তখনই। কাজ হবার পর তুমি এই সময়ের সিসিটিভি ফুটেজটা ওদের সার্ভার থেকে মুছে দেবে। এই কাজের জন্যই তোমাকে এখানে এই মিশনে ইনক্লুড করা হয়েছে। পারবে না?"

আরিফের যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কোন মতে বলল, "আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট"।

বেগ বলল, "আই নো ইউ আর দ্য বেস্ট আরিফ। তোমাকে পারতেই হবে। নিজের দেশের জন্য, কাশ্মীরের জন্য, প্রতিটা মুসলমান ভাইয়ের জন্য। তোমাকে পারতেই হবে। এই যে দেখো, লেকের ধারে দুশো মিটার পর পর পাঁচটা শিকারা স্ট্যান্ড আছে। আমি ইস্ট সাইড থেকে নাম দি যদি, প্রথম শিকারা স্ট্যান্ডটা এস ওয়ানে। ওরা প্রসেসন শুরু করবে ন'টায়। এস ওয়ানের কাছ থেকে। দু হাজার বাচ্চা আসবে গোটা কাশ্মীর থেকে। ন'টা পনেরো নাগাদ এস টুতে সব থেকে বেশি বাচ্চার সমাবেশ হবে"।

আমির বলল, "আমার মেটিরিয়াল লাগবে"।

বেগ বলল, "পেয়ে যাবে বিকেলের মধ্যে"।

আমির বলল, "আর এসকেপ প্ল্যান?"

বেগ বলল, "ঠিক সময়ে বলে দেব"।

আমির বলল, "সত্যিই কোন এসকেপ প্ল্যান আছে ওয়াজেদ স্যার? আমি কিন্তু এখানে সুইসাইড মিশনে আসি নি"।

বেগ কঠিন চোখে আমিরের দিকে তাকাল, "অপ্রয়োজনীয় কথা বলা বন্ধ কর। আমি যখন এখানে এসেছি, তোমরা যখন এখানে এসেছো, তখন নিশ্চয়ই কেউ ইয়ার্কি মারতে আসে নি। লেটস গো। লেক রোডের প্ল্যানিংটা করে নি। আরিফ, এই ফোনটা নাও"। বেগ পকেট থেকে একটা ফোন বের করে আরিফকে দিল।

বলল, "তুমি এখানে ল্যাপটপের সামনে বসে থাকো। আমি লেকরোডে পৌঁছে তোমাকে ফোন করে করে প্রতিটা জায়গার একটা কোড বলব। সেটা তুমি নোট করে রাখবে। কাল কাজে লাগবে। ক্লিয়ার?"

আরিফ বলল, "ক্লিয়ার"।

বেগ চেয়ার থেকে উঠে বসল, "চল। শিকারা অপেক্ষা করছে আমার জন্য"।

চারজন বেরিয়ে গেল রুম থেকে। আরিফ মাথার তীব্র যন্ত্রণা সত্ত্বেও ল্যাপটপের সামনে বসে রইল।

২৩

নরম একটা রোদ জানলা দিয়ে এসে আরিফের গায়ে এসে লাগছে। প্যারাসিটামলের প্রভাবে খানিকটা সুস্থ লাগছিল আরিফের। সে বেগ সাহেবের দেওয়া ফোনটা দেখল। ফোনটা লক করা।

ফোনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সেটা বেজে উঠল।

আরিফ ধরতে ওপাশ থেকে বেগ সাহেবের গলা ভেসে এল, "আরিফ"।

আরিফ বলল, "জি জনাব"।

বেগ বলল, "ক্যাম থ্রি দেখো। আমরা সবাই আছি এখানে। দেখতে পাচ্ছো?

আরিফ দেখল। হ্যাঁ, ক্যাম থ্রিতে চারজনকেই দেখা যাচ্ছে। সেটা বেগকে জানাল।

বেগ বলল, "গুড। এবার আমরা ক্যাম সেভেনের দিকে যাচ্ছি"।

এভাবে একটার পর একটা ক্যামেরা লোকেশন বেগ বলে যেতে লাগল, আরিফ নোটপ্যাডে সব লিখে নিল। রাস্তায় বেশ কিছু ইন্ডিয়ান এবং বিদেশী ট্যুরিস্ট দেখা যাচ্ছে। বেগ ফোন রাখলে আরিফ ল্যাপটপ নামিয়ে রেখে রুমের বাইরে বেরোল। ডাল লেকের জলে সূর্যালোক পড়ে অপূর্ব সুন্দর এক ছবি তৈরী হয়েছে। হাউজবোটটাও খুব সুন্দর। আরিফ শুনেছিল কাশ্মীরিদের কাঠের কাজ নিখুঁত। এখন প্রত্যক্ষ করল। হাউজবোটের সামনে থেকে একটা শিকারা থেকে দুজন কাশ্মীরি চিৎকার করতে শুরু করল, "সাব ফটো লেনা হে?"

আরিফ মাথা নাড়ল হেসে। ওরা উৎসাহ পেয়ে তাদের হাউজবোটে শিকারা নিয়ে এসে একটা ফটো অ্যালবাম বের করে বলল, "এই দেখুন স্যার। একদম শাহজাহান লাগবে আপনাকে। ট্রাই করবেন?"

আরিফ বলল, "না না। বললাম তো"।

ফটোওয়ালারা জোরাজুরি করতে শুরু করল।

আরিফ হতোদ্যম হয়ে বলল, "দেখুন আমার জ্বর। আমি এখন কিছু করতে পারব না"।

দুজনেই বিমর্ষ হয়ে বলল, "ঠিক আছে স্যার। কী করব বলুন, ট্যুরিস্টই ভরসা আমাদের। তাই জোরাজুরি করতে হয়। আপনার জ্বর কমে গেলে কিন্তু আমাদের থেকেই ফটো তুলতে হবে। এই নিন কার্ড"।

তাকে একটা কার্ড গছিয়ে দিয়ে দুজনে শিকারায় নেমে চলে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ছিল।

আরিফের ইচ্ছা করছিল শিকারায় ঘুরতে। একটু ভেবে ইচ্ছাটা দমন করল। আব্বু আম্মির ঘটনাটা জানার পর থেকে তার আর কিছুই ইচ্ছা করে না। সে ঘরে এসে ল্যাপটপটা খুলল। জে এন্ড কে পুলিশের সাইটটা খুলে কাজ শুরু করল।

কিছুক্ষণ পর আবার মাথা ধরল। ল্যাপটপটা রেখে খাটে শুল। জ্বরটা আবার আসছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

ঘুম ভাঙল আমিরের ডাকে। তার কপালে হাত দিয়ে আমির বলল, "আরেকটা প্যারাসিটামল খেয়ে নাও। আরিফ। কালকের আগে সুস্থ হতে হবে। কালকে বেশিরভাগ কাজটাই তোমার"।

খাটে উঠে বসল আমির।

বেগ বলল, "সিসিটিভি ডেটা মুছে দেওয়া সম্ভব আরিফ?"

আরিফ বলল, "সম্ভব"।

আয়েষা আরেকটা প্যারাসিটামল দিল আরিফকে। রজ্জাক পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে সেটা পরখ করতে করতে বলল, "আই ক্যান ফিল দ্য এক্সাইটমেন্ট স্যার ওয়াজেদ। কাম হো জায়গা কাল"।

বেগ বলল, "ক্যাম নাইনে কাল থাকবে আমির। বম্ব ডেটোনেটর নিয়ে। ব্লাস্টের সঙ্গে সঙ্গে সিক্সে থাকা রজ্জাকের টার্গেট হবে আনসারউদ্দিন। ইউ হ্যাভ টু ফিনিশ হিম অ্যাট এনি কস্ট। ইন্ডিয়ান আর্মির এগেইন্সটে প্রোপাগান্ডাটা তখন পালে হাওয়া পাবে। দ্য ব্লাস্ট উইল হ্যাপেন অ্যাট ক্যাম ওয়ান। কাল আমি আর আয়েষা আরিফের সঙ্গে থাকব। আফটার দ্য অপারেশন তোমরা হাউজবোটেই ব্যাক করবে। কাশ্মীর ব্লক করে দেবে ইন্ডিয়ান আর্মি ঘটনাটা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে। বেরোতে গেলে ধরা পড়ে যাওয়ার চান্স থাকবে নাইন্টি নাইন পারসেন্ট"।

আমির রাগী গলায় বলল, "তার মানে এটাই আপনার এক্সিট প্ল্যান"?

বেগ বলল, "নইলে মরতে হবে। তৈরী তুমি মরার জন্য?"

আমির বলল, "মরার ভয় আমি পাই না। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল কাজ হয়ে গেলেই আমাদের ব্যাক করিয়ে নেওয়া হবে। কথার খেলাপ হয়ে গেল"।

বেগ বলল, "সিচুয়েশন অনুযায়ী প্ল্যান চেঞ্জ হয় এটা এতদিন আর্মিতে থেকে তোমার জানা উচিত ছিল। নতুন করে সব শিখাতে হবে তোমায়?"

বেগ স্থির চোখে আমিরের দিকে তাকাল।

আমির মাথা নিচু করল।

আরিফের অবাক লাগল। আয়েষা হলে এতক্ষণ আমির তুমুল চিৎকার শুরু করে দিত। বেগ সাহেবের এক হুমকিতে মাথা নিচু করে দিল। বেগ সাহেব কি তার মানে খুব ক্ষমতাবান কেউ?

২৪

দুপুরে প্যারাসিটামলের প্রভাবে আরিফের জ্বর নামল।

লাঞ্চের পর আমির অন্য একটা ঘরে বোম তৈরীর কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রজ্জাক চেয়েছিল তার সঙ্গে থাকতে, আমির জানাল এই কাজটা সে একা করতে পছন্দ করে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেগ নিয়ে এসেছিল। সন্ধ্যেয় তবরেজ আসবে। একটা স্কুটিতে বোমটা রাখা হবে। মিছিল শুরুর ঠিক আগে স্কুটিটা রেখে ভিড়ে মিশে যাবে তবরেজ। বাকি কাজটা আমির আর রজ্জাকের।

বেগ বলল, "কাল কাজের পর আমাদের এই বোটটা ছাড়তে হবে। এটা একেবারে সামনের দিকে। তল্লাশি হবেই। তবরেজ আমাদের জন্য আরেকটু ইন্টেরিয়র সাইটে বোট দেখে রেখেছে। আমরা ওখানে মুভ করব। তবে সবটাই পরিস্থিতি বুঝে। আয়েষা, আর ইউ ওকে?"

আয়েষা হাসল, "ইয়েস স্যার"।

বেগ বলল, "আরিফ। তুমি?"

আরিফ বলল, "বেটার"।

বেগ বলল, "মাই অ্যাডভাইজ টু ইউ পিপল, ডোন্ট গেট ইমোশনাল। এই মিশনটা আমরা তোমাদের দিয়ে করালাম একটাই কারণে। বেশ কিছুদিন আগে র'এর কাছে আই এস আইএর সব এজেন্টের ডেটাবেস চলে যায়। আমাদেরই কোন গদ্দারের কাজ ছিল বলাই বাহুল্য। বাধ্য হয়ে আমাদের নতুন রিক্রুট শুরু করতে হয়। রজ্জাক, আমির, আয়েষা আমাদের নতুন রিক্রুট। শুধু একজন আইটি পিপল দরকার ছিল। আরিফের ইন্টারভিউর ভিডিও ক্লিপ দেখেই ওকে আমি চুজ করি। আনফরচুনেটলি ওর আম্মি আব্বুর সঙ্গে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেটার জন্য আমরা একবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আল্লাহ তাদের সহি সালামাত রাখুন। তাদের ছেলে দেশের জন্য এত বড় কাজ করছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্নত নসীব হবে"।

আরিফ বলল, "তাহলে আপনি করাচীতে সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার রিক্রুটমেন্টের জন্য গেছিলেন?"

বেগ বলল, "টোল্ড ইউ অলরেডি। বাকিটা বোঝার মত বুদ্ধি তোমাদের আছে। বাই দ্য ওয়ে, টকিং অ্যাবাউট এক্সিট প্ল্যান, আয়েষা টেল মি, তোমার কী মনে হয় শ্রীনগরে আমাদের থেকে যাওয়াটা গুড আইডিয়া?"

আয়েষা বলল, "অফকোর্স। এখানে অসংখ্য হাউজবোট আছে। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ড্রোন পাঠাবে নিশ্চয়ই। আমাদের সারভাইভ করাটাই চ্যালেঞ্জ তারপরে"।

বেগ বলল, "চ্যালেঞ্জ কেন হবে? কাশ্মীরিরা আমাদের সঙ্গে আছে। তুমি আছো না আমাদের সঙ্গে?"

আয়েষা বলল, "নিশ্চয়ই। না থাকলে এত দূরে আসতাম কি স্যার?"

রজ্জাক আনসারউদ্দিনের ছবিটা দেখছিল। বলল, "এ মালটাকে স্নাইপার দিয়ে মারলে ভাল হত"।

বেগ বলল, "রজ্জাক এটা পাকিস্তান না। ইন্ডিয়া। বিল্ডিং অ্যাক্সেস পাওয়া অসম্ভব। প্রতিটা বিল্ডিঙে ওদের নজর আছে। চ্যালেঞ্জটা তোমাদেরই"।

আয়েষা বলল, "জনাব, আমার মনে হয় কাজ হবার পর রজ্জাক আর আমিরের হাউজবোটে ফেরাটা টিমের জন্য রিস্কি হবে"।

বেগ চিন্তিত মুখে বলল, "তুমি ঠিক বলেছো আয়েষা। জলে ওদের ট্রেস করা অনেক সহজ হবে। উই হ্যাভ টু স্প্লিট দ্য টিম"।

রজ্জাক বলল, "আর তার জন্য আমাদের কাছে একটা কমিউনিকেটিং ডিভাইসও দরকার"।

আয়েষা বলল, “এদিকে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স আমাদের ট্র্যাক করে ফেলতে পারে কমিউনিকেট করতে গেলে। দেন?”

বেগ বলল, “লালচকে আমাদের সেফ হাউজে রজ্জাক আর আমিরকে নিয়ে চলে যাবে তবরেজ। ওরা কাউকে ফোন করবে না। ওদের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগও করব না। পাঁচ দিন পরে, অর্থাৎ ১৯শে নভেম্বর আমরা লালচকে যাব। সেটা তবরেজের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঠিক করা হবে। এই পাঁচ দিন হাউজবোটে লুকিয়ে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাই ফ্রুট আজকেই কিনে এখানে দিয়ে যাবে তবরেজ”।

আয়েষা আশ্বস্ত হল, “এটা অনেক বেশি ভাল প্ল্যান”।

বেগ আরিফের দিকে তাকাল, “তোমার কাজটা কাল কী হবে বুঝে গেছো আরিফ?”

আরিফ মাথা নাড়ল, “জি জনাব”।

বেগ বলল, “আব্বু আম্মির কবরে মাটি দেওয়ার সুযোগটুকু দেয় নি যে দেশ, সে দেশের তবাহি দেখার জন্য প্রস্তুত তো তুমি?”

আরিফ বলল, “জি জনাব”।

বেগ বলল, “জ্বর ঝেড়ে ফেলো। ইন্ডিয়াকে ওদের আউকাত দেখানোর দিন এসে গেছে”।

২৫

বিকেলবেলা তবরেজ এল হাউজবোটে।

আমিরের কাজ হয়ে গেছিল। তবরেজকে বুঝিয়ে দিল।

তবরেজ চলে যেতে বেগ বলল, "আমির, কালকের প্ল্যানে একটা চেঞ্জ হয়েছে। তোমাকে বলা হয় নি"।

আমির জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

বেগ বলল, "কাল থেকে আমাদের টিম স্প্লিট হয়ে যাবে। তুমি আর রজ্জাক তবরেজের সঙ্গে সেফ হাউজে চলে যাবে। আমরা পাঁচ দিন পর মিট করব"।

আমির কয়েক সেকেন্ড বেগের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওকে"।

বেগ বলল, "তোমার কোন আপত্তি নেই?"

আমির বলল, "আপনি সিনিয়র। আপনি যা বলবেন, মানতেই হবে"।

বেগ খুশি হল। বলল, "চল, আমরা ঘুরে আসি"।

কেউ আপত্তি করল না। আরিফের জ্বর কমে গেছিল। তার ঘুরতে ইচ্ছা করছি। দুর্বল শরীর সত্ত্বেও সে বেরোল।

শিকারা করে লেক রোডে পৌঁছে তারা দুটো অটো নিয়ে মুঘল গার্ডেনে গেল। অটো থেকে নেমে বেগ বলল, "তোমরা কিছু খাবে?"

পকোড়া ভাজা হচ্ছিল রাস্তার পাশে। আমির পকোড়া খেল। মুঘল গার্ডেনে ঢোকার পর আরিফ মুগ্ধ হল। এত সুন্দর বাগান। বেগ বলল, "শ্রীনগরে এলে আমি এখানে আসবই। আর এপ্রিলে টিউলিপ গার্ডেন"।

আরিফ বলল, "আপনি এখানে প্রায়ই আসেন"?

বেগ মৃদু হেসে বলল, "সে তো আসতেই হবে। এখানে না এলে হয়?"

অনেক বড় বাগান। সুন্দর করে কাটা ঘাস।

আয়েষা আরিফের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "এখানে এসে ভাইজানের কথা মনে পড়ে গেল। ছোটবেলায় এসে খুব আনন্দ করেছিলাম দুজনে"।

থমকে গেল আয়েষা। আরিফ কী সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারল না। বেশ কিছু ট্যুরিস্ট আছে বাগানে। কেউ সেলফি তুলছে, কেউ আড্ডা মারছে। ছোট ছোট কতগুলো বাচ্চা বাগানে দৌড়াদোড়ি করছে।

আরিফের হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল।

সে বাচ্চাদের মারবে? শিশুদের? হোক সে কাশ্মীরি, হোক সে ভারতীয়, যেই হোক, শিশু?

অসুস্থ বোধ করতে শুরু করল সে।

একটা বেঞ্চে বসল সে। একটা বাচ্চা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বায়না করছে কিছু একটা। ভাষাটা বুঝতে পারল না আরিফ। তার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। আব্বু আম্মির সঙ্গে কোথাও গেলে খুব বায়না করত সে। নিজের দেশ থেকে এত দূরে বন্ধু বান্ধবহীন একটা পরিবেশ কান্না পেয়ে গেল তার। বেগ, আমিররা হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা দূরে চলে গেছিল।

আয়েষা বলল, "লেকের ওপাশে আল্লাহর ঘর আরিফ। ওই সাদা মসজিদটা দেখা যাচ্ছে? আমাদের নবীজির মাথার চুলের একটা অংশ নাকি ওখানে আছে। তোমার শরীর খারাপ লাগছে?"

আরিফ মাথা নেড়ে না বলল। আয়েষা তার পাশে বসে বলল, "তুমি একটা ভয়াবহ মেন্টাল স্টেটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছো বুঝতে পারছি। আমিও যাচ্ছি। কিন্তু এই মুহূর্তে এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। এটাই

উপায়”।

আরিফ চোখ বন্ধ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করল।

আম্মি শিখিয়েছিল, যখনই কষ্ট হবে আল্লাহকে ডাকতে। চোখের কোণে জল এসে গেল তার।

আয়েষা ডাকল, “আরিফ”।

আরিফ বলল, “জি”।

আয়েষা বলল, “তোমার কি মাথা ধরেছে আবার? বেগ সাবকে বলে হাউজবোটে ফিরে যাবে?”

আরিফ বলল, “না না ঠিক আছে। তোমরা ঘুরে নাও। আমি বসছি। দুটো প্যারাসিটামল খেয়েছি বলে উইকনেস এসছে খানিকটা। ঠিক হয়ে যাবে”।

আয়েষা বলল, “তুমি ঠিক এই ধরণের কাজের জন্য উপযুক্ত না আরিফ। তোমাকে দেখলে মনে হয় তুমি হয়ত শায়ের হলে ভাল হতে”।

আরিফ হাসল, “আমরা কী করব, তা তো আমাদের হাতে নেই। আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন কাজে পৃথিবীতে এসেছি। অনেক কিছুই করা যেত। কিন্তু আপাতত সেগুলো না করে যে কাজের জন্য এসেছি, সেটাই করতে হবে”।

আয়েষা বলল, “এই দেশ আমার সব কেড়ে নিয়েছে আরিফ। আমি অনেক চেষ্টা করেও এই দেশের সম্পর্কে নরম হতে পারব না”।

আরিফ কিছু বলল না। আবার চোখ বন্ধ করে সর্বশক্তিমানকে ডাকতে শুরু করল।

২৬

রাত আটটা। তারা কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে। আয়েষা তার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছে।

আমির টিভি চালিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখছিল।

রজ্জাক বলল, “প্রিমিয়ার লীগ আছে। ওটা দেখতে পারো”।

আমির কানে দিল না।

রজ্জাক বলল, “হিন্দি সিনেমা ভাল লাগে?”

আমির মাথা নাড়ল, “দারুণ লাগে। আই লাভ অনুস্কা শর্মা”।

রজ্জাক বলল, “ওয়ে হোয়ে। তাহলে তো একবার মুম্বইও যেতে হচ্ছে জনাব”।

আমির বলল, “এনি ডে। জান দিয়ে দেব জানেমনের জন্য”।

রজ্জাক হেসে উঠল। আরিফও।

আরিফ ল্যাপটপ খুলে ক্যামেরা পোজিশন দেখছিল। আর্মি মার্চ করছে এখন লেক রোডে। দোকানগুলো সন্ধ্যের পরে বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তার চারপাশে সাজানো চলছে। তোরণ বানানো হয়েছে বাঁশ দিয়ে। আনসারউদ্দিনকে অভিনন্দন জানানোর কথা লেখা আছে তোরণে।

অটো চলছে ইতস্তত। কয়েকটা গাড়িও। ভারতীয় সেনার গাড়ি পাঁচ মিনিট পর পর টহল দিচ্ছে।

রজ্জাক ল্যাপটপে উঁকি মেরে দেখে বলল, “পেশোয়ারের মুফতি বাজারে এক র এজেন্টকে মেরেছিলাম। এরকম ভিড় রাস্তায়। সাইলেন্সার দেওয়া রিভলভারে। পাকিস্তানে দশ বছর ধরে ঘাপটি মেরে ছিল। কাজুর ব্যবসা করত আর সব খবর দিল্লিতে পাঠিয়ে দিত। হঠাৎ করেই গুলি চালিয়েছিলাম। পাঁচ সাত হাত দূরে ছিল। কালকে সবটাই ডিপেন্ড করছে ধামাকাটা কত জোরে হবে তার ওপরে। মানুষ ঘাবড়ে গিয়ে দৌড়াদৌড়ি না শুরু করলে আমি আনসারুদ্দিনকে শ্যুট করতে পারব না”।

আমির টিভি দেখতে দেখতেই বলল, “তোমাকে কাল যেতেও হবে না। আমাকে অস্ত্রটা দাও। সব একা করে চলে আসব”।

রজ্জাক বলল, “তোমার কি মনে হচ্ছে আমি ভয় পাচ্ছি? ওসব আমি পাই না। আমি শুধু চাই ব্লাস্টের আওয়াজটা যেন গোটা দুনিয়া শুনতে পায়। আমার কাজটা তাহলে সহজ হয়ে যায়”।

আমির একটা আখরোট হাত দিয়ে ভেঙে মুখের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “জন্নত থেকেও শোনা যাবে। চিন্তা কোর না”।

রজ্জাক আরিফের দিকে তাকিয়ে হাসল, “তারপর আরিফ মিয়াঁ, পাকিস্তানে ফিরে কী করবে? আবার আগের কোম্পানিতে জয়েন করবে?”

আরিফ ম্লান হাসল, “জানি না কী করব”।

আমির বলল, “আমি মিরান সাহেবকে সাফ বলে দেব, এবারই শেষ, আর না, আমি আর কোন মিশনে যেতে চাই না। অনেক হল। আর্মি থেকেও এই জন্যই রিটায়ার করেছিলাম। কপাল এমন, সেই মিরান সাহেবের পাল্লায় পড়ে গেলাম”।

রজ্জাক বলল, “আমি অনেক দিন ধরেই মিরান সাহেবের পাল্লায় পড়ে আছি, তবে এই প্রথম দেশের বাইরে পাঠালেন। ফিরে গিয়ে বিয়ে করব। তারপর কাশ্মীর যখন পাকিস্তানের হিস্যা হয়ে যাবে, বউকে নিয়ে বেড়াতে আসব”।

আমির বলল, “বললাম তো, আর্মি যদি মনে করে কাশ্মীর দখল করতে আমাদের বেশি সময় লাগবে না। এই সব ইন্টারন্যাশনাল ল, অ্যান্টি ওয়ার ল এত কিছু পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে কে মানতে বলেছিল কে জানে”।

দরজায় নক হল। রজ্জাক গিয়ে দরজা খুলে দেখল বেগ দাঁড়িয়ে আছে। বেগ তার হাতের ফোন রজ্জাকের হাতে দিয়ে বলল, “মিরান সাব ফোন করেছেন। কথা বল। তোমার কথা হলে আরিফকে দিও”।

রজ্জাক শশব্যস্ত হয়ে ফোন ধরল। কিছুক্ষণ “জি স্যার, জি স্যার” বলে ফোনটা আরিফকে দিল। আরিফ ফোন ধরে সালাম দেওয়ার পর প্রত্যুত্তরে সালাম দিয়ে মিরান বলল, “কালকের দিনটা তোমার জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিন আরিফ। ইনশাল্লাহ তুমি সফল হবে”।

আরিফ বলল, “শুক্রিয়া স্যার”।

মিরান বলল, “কাল ফজরের নামাজ পড়বে”।

আরিফ বলল, “জি জনাব”।

মিরান বলল, “গোটা পাকিস্তান তোমার দিকে তাকিয়ে আছে আরিফ। আমরা জিতবই। নিশ্চয়ই জিতব। বেগ সাহেবের কথা শুনে চল। উনি অভিজ্ঞ মানুষ। অনেকবার শ্রীনগরে গেছেন। উনি ঠিক তোমাদের বের করে নিয়ে আসবেন, আমি জানি। চিন্তা কোরবে না। আমরা এখান থেকে যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করব”।

আরিফ বলল, “জি জনাব”।

মিরান বলল, “আমিরকে দাও ফোনটা’।

আরিফ ফোনটা আমিরকে এগিয়ে দিল।

২৭

রাতে সবাই মিলে একসঙ্গে খেয়ে ঘুমাতে গেল তারা। আরিফের জ্বর আসে নি। তবে শরীর দুর্বল লাগছিল। বেগ তাকে বলল ঘুমিয়ে পড়তে।

আরিফ মাঝে শুল। তার দুপাশে রজ্জাক আর আমির।

আমির বলল, "আরিফ মিয়াঁ, কাল তুমি আলাদা হয়ে যাবে তাহলে?"

আরিফ বলল, "হ্যাঁ"।

রজ্জাক বলল, "জানি না আবার দেখা হবে নাকি আমাদের। কী আছে কাল, আল্লাই জানেন"।

আমির বলল, "জরুর দেখা হবে। কেন দেখা হবে না? আমি যা জিনিস বানিয়েছি, ওই জিনিস স্কুটি থেকেই যা কাজ করার করে দেবে"।

রজ্জাক কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, "মাঝে মাঝে মনে হয়, আমরা মাথাটা ইসলামাবাদে জমা দিয়ে রেখে এসেছি। এখন শুধু অর্ডার আসবে, আর রোবটের মত আমরা তা পালন করে যাব"।

আমির বলল, "আমাদের জন্য বেস্ট ডিসিশন তো ওরাই নেবেন। অহেতুক চিন্তা করছো কেন?"

রজ্জাক বলল, "কিছু না। এমনি মনে হল, বললাম। আনসারউদ্দিনের সঙ্গে পাকিস্তানের ভাল যোগাযোগ ছিল। অথচ তাকেই মারতে বলছেন মিরান সাব"।

আমির বলল, "এত ভেবো না। যা করতে বলা হয়েছে, করে যেখানে যেতে বলবে চলে যাব। ইন্ডিয়ান আর্মির কাশ্মীরে অবস্থা মোটেও ভাল না। ওরাও ভয়ে থাকে। ব্লাস্টটা ঠিক মত হতে দাও। ওরা অ্যাকশনে নামার বদলে দেখবে আরো ব্যাকফুটে চলে যাবে"।

রজ্জাক বলল, "আরিফ ভয় পাচ্ছো? তোমার এরকম এক্সপেরিয়েন্স নেই। ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক না"।

আরিফ বলল, "আমি কী করছি, কেন করছি কিছুই জানি না। করতে হচ্ছে বলে করছি। আমার চিন্তাশক্তি কাজ করছে না আজকাল"।

আমির বলল, "তাহলে তুমি মিরান সাহেবের কাজের জন্য উপযুক্ত লোক হবে। ওনার চিন্তাভাবনাওয়ালা লোক একেবারেই পছন্দ না। দেখো এই মিশনটা সাকসেসফুল করে দেশে ফিরলে উনি হয়ত তোমায় মিডল ইস্টেই পাঠিয়ে দিলেন। আয়েস করবে ওখানে"।

রজ্জাক বলল, "কোন আয়েস নেই। মিডল ইস্ট ভীষণ রক্ষণশীল জায়গা। আমি দু বছর ছিলাম, আমার থেকে ভাল আর কে জানে। তুমি চেষ্টা করবে ইউরোপের কোন কান্ট্রিতে যেতে। ইউ এস এ এখন আমাদের জন্য অনেক রকম ঝামেলা করে রেখেছে। ইউরোপে অত ঝামেলা হবে না। তবে আমি আর এসব কাজ করব না। এবার ফিরে গিয়ে বিয়ে করে নেব। অনেক হল মানুষ খুন"।

আমির বলল, "এত সোজা হলে কবে বেরিয়ে যাওয়া যেত মিয়াঁ! এত সোজা কিছুই না। তবে যাই বল, তুমি কিন্তু বার বার বিয়ের কথা বলছ। সত্যি করে বল তো মিয়াঁ, তোমার কি বিয়ে ঠিক হয়ে আছে?"

রজ্জাক হেসে উঠে বলল, "ঘুমিয়ে পড়। কালকে অনেক কাজ আছে। এখন ফিজুল কী বাতে বলে লাভ নেই"।

আমির জোরে হেসে উঠল, "হো হো হো। তার মানে আছে। বিয়েতে আমাদের ডাকবে তো?"

রজ্জাক বলল, "ডাকব। কে কোথায় থাকবে কে জানে। চলে এসো"।

আমির বলল, "ওরা যেদিন অ্যাবটাবাদে লাদেনকে অ্যাটাক করে, ঠিক তার একদিন আগে আমি অ্যাবটাবাদ থেকে মুজফফরাবাদে ফিরি। আমাদের দেশের সর্বত্র আমেরিকান স্যাটেলাইটের নজর। এত বড়

একটা ঘটনা ঘটে গেল, আমেরিকা পাকিস্তানে ঢুকে অপারেশন করে চলে গেল, অথচ কেউ কোন প্রতিবাদ করল না? এর একটাই মানে হয়, পাকিস্তান ইনডাইরেক্টলি আমেরিকাকে লাদেনের কো অরডিনেটস দিয়ে দেয়"।

রজ্জাক বলল, "তুমি অ্যাবটাবাদে কী করছিলে?"

আমির বলল, "ওসামাকে যে বাড়িতে রাখা হয়েছিল, তার কাছের সেনা ছাউনিতে থাকতাম আমরা। দ্য ইনসিডেন্ট ওয়াজ ওপেন সিক্রেট। সবাই জানত ও বাড়িতে লাদেন আছে, কিন্তু কেউ মুখে কিছু বলত না। সে এক অদ্ভুত সিচুয়েশন। আমি ওখান থেকে পালিয়ে এসে বেঁচে গেছিলাম। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম ঘটনাটা শোনার পর। ওসামা ওয়াজ এ ট্রু রেবেল। লং লিভ ওসামা"।

রজ্জাক বলল, "লং লিভ ওসামা"।

২৮

অনেক রাত অবধি ঘুম এল না আরিফের। রজ্জাক আর আমিরকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেখে সে অবাক হল। এত বড় একটা কাজ হবে আগামীকাল অথচ কোন হেল দোল নেই। এই জন্যই হয়ত এদের মিরান সাহেব এই কাজে নিয়েছেন। ঠান্ডা মাথার খুনী নাহলে এত বড় কাজ করা কারো পক্ষে সম্ভব না।

জোরে করে ঘুমাতে গিয়ে খুব বাজে একটা দুঃস্বপ্ন দেখল আরিফ। দেখল সে একটা কুয়োতে তলিয়ে যাচ্ছে, আব্বু আম্মি তাকে বাঁচাতে এসছে, অথচ কিছুতেই তাদের হাত ছুঁতে পারল না সে। অতলে তলিয়ে যেতে যেতে তার যেন দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল। ঘুমের মধ্যেই আর্তনাদ করতে চাইলেও কিছুতেই শব্দ বেরোল না। অসহ্য অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভাঙল তার। ভোরের আলো জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। আরিফ দেখল সকাল সাতটা বাজে। রজ্জাক আর আমির তৈরী হয়ে নিয়েছে। সে উঠে বসল।

রজ্জাক বলল, "ফজরের নামাজ মিস করে গেলে?"

আরিফ লজ্জা পেল।

রজ্জাক বলল, "ঠিক আছে। তোমার তো ঘুমই হয় না। আল্লাহর কাজেই তো যাচ্ছো। উনি ঠিক মাফ করে দেবেন। আমরা রওনা দেব। আল্লাহ আমাদের জয়ী করুক ইনশাল্লাহ। তুমি ঠিক আছো তো?"

আরিফ ঘাড় নাড়ল।

রজ্জাক এসে আরিফকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আল্লাহ চাইলে আবার দেখা হবে। নিজের খেয়াল রেখো"।

আমির হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করছিল। মন দিয়ে প্রার্থনা সেরে উঠে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "ফোনে যোগাযোগ থাকবে। দেখা হবে আবার আমাদের দেশে। রজ্জাকের বিয়েতে"।

রজ্জাক হেসে উঠে বলল, "মিয়াঁ আমার বিয়েটা ভোল নি দেখছি। ঠিক মনে রেখে দিয়েছো"।

আমির বলল, "ভুলে যাব কেন মিয়াঁ? তুমি হলে আমার পার্টনার। পার্টনারের বিয়ে কী ভুলতে পারি?"

রজ্জাক বলল, "প্রতিটা কঠিন দিনের আগে আমি কনসেন্ট্রেট করি। এখন এসব কথা বলে মনটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিও না। তোমার ডেটোনেটের কাজ করবে তো?"

আমির বলল, "টু হান্ড্রেড পারসেন্ট করবে। ওয়াসিম আক্রমের আউট সুইঙ্গার আর আমির মিয়াঁর বোম্ব সব সময় ওয়ার্ল্ড ক্লাস"।

রজ্জাক হেসে ফেলল।

আরিফ অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এদের টেনশন হচ্ছে না? কোন অজানা কারণে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল তার।

রজ্জাক বলল, "বেগ সাব কি আসবেন না নাকি? আমরা ওকে ছাড়াই চলে যাব?"

আমির বলল, "আর আমাদের ম্যাডাম? দেখো দুজনে রাতে আবার কিছু করল নাকি"।

রসিকতাটা করে আমির হেসে ফেলল।

এবার আরিফ বুঝল আমির আসলে ঠান্ডা নেই এখন। টেনশন ঢাকার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে উলটোপালটা কথা বলে।

মাইকের শব্দ ভেসে আসছে লেক রোড থেকে। বিভিন্ন গান হচ্ছে।

আমির বলল, "তুমি আনসারউদ্দিনকে মারলে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ হবে না। এদিকে সারা বছর অ্যান্টি ইন্ডিয়ান কথা বলে পাকিস্তানের থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে, ওদিকে নিজের প্রোগ্রামে ইন্ডিয়ানদের দেশ প্রেমের গান চালিয়েছে। ফর্মার ইন্ডিয়ান প্রাইম মিনিস্টারের বার্থ ডে পালন করছে। ব্লাডি হিপোক্রিট"!

রজ্জাক বলল, "সেটা ইন্ডিয়ান আর্মির চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যও হতে পারে। তুমি অকারণ ওকে দোষ দিচ্ছো কেন?"

আমির বলল, "দোষ দিচ্ছি না। এই কাশ্মীরিদের জানো না তুমি। এরা কারো না। এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, ওরা নিজেদের জন্য আলাদা দেশের কথা ভাবে"।

রজ্জাক বলল, "যে যা পারে ভাবুক। নাও উই হ্যাভ টু কনসেনট্রেট অন আওয়ার মিশন। ভুলে যাও এসব কথা"।

আমির হঠাৎ করে বুক ডন দিল কয়েকটা। মেঝেতে বসে জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে বলল, "আমার আর তর সইছে না। ইচ্ছা করছে এখনই বেরিয়ে যাই। বেগ সাহেবকে ডাকি এবার"।

উঠল আমির।

সে বেরনোর আগেই বেগ তাদের ঘরে ঢুকল। বলল, "রজ্জাক, আমির, আমাদের দেশ পাকিস্তান তোমাদের জন্য আজ গর্বিত। দেশ এবং আমাদের ধর্মকে বাঁচানোর স্বার্থে তোমরা যেভাবে নিজেদের জীবন বাজি রেখে এগিয়ে এসেছো, তার জন্য স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের আশীর্বাদ করছেন। তোমরা আর দেরী কোর না। লেক রোডে পৌঁছে কোন একটা দোকানে ব্রেকফাস্ট করে রাস্তায় নজর দিতে শুরু কর"। বেগ আমিরের মাথায় তাবিজ ছুঁইয়ে বিড় বিড় করে কিছু বলল।

রজ্জাকও মাথা এগোল। বেগ একই ভাবে রজ্জাকের মাথাতেও তাবিজ ছুঁইয়ে বিড় বিড় করে কিছু বলে গেল।

আয়েষা ঘরে ঢুকল। তার চোখ মুখ থমথমে। আরিফ দেখে বুঝল আয়েষার মধ্যেও তার মতই উৎকণ্ঠা কাজ করছে।

আমির বলল, "লেটস ডু ইট। কিন্তু মিশনে যাওয়ার আগে আমি আজ পাকিস্তানী জাতীয় সঙ্গীত গাইতে বলব সবাইকে। এনিমি কান্ট্রিতে জাতীয় সঙ্গীতের মজাই আলাদা। আয়েষা, তুমি কি গাইবে? আজাদ কাশ্মীরের কোন জাতীয় সঙ্গীত ঠিক করে রাখো নি তোমরা?"

আমির হাসতে শুরু করল।

বেগ আমিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি গাও। আয়েষা জানে চুপ থেকেও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা যায়। শুরু কর"।

আরিফ বেসুরো গলায় "পাক সার জমিন" শুরু করল। রজ্জাক আর বেগ গলা মেলাল। আরিফও গাইল।

আয়েষা দাঁড়িয়ে রইল।

গান শেষ হলে বেগ বলল, "লেটস ডু ইট। দ্য মিশন ইজ অন নাও"

আমির সামরিক কায়দায় বেগকে স্যালুট করে বলল, "রাইট স্যার। অ্যালাউ আস টু লিভ"।

বেগ আমিরকে জড়িয়ে ধরে বলল, "ইনশাল্লাহ আমরা জয়ী হবই। এগিয়ে যাও"।

পকেট থেকে ফোন বের করল বেগ। আমিরকে দিয়ে বলল, "ডু দ্য জব অ্যাজ পার মাই ইন্সট্রাকশান"।

আমির বলল, "কেন? ম্যাডামের কী হল?"

আয়েষা অন্য দিকে মুখ করল। আমির হাসতে শুরু করল অপ্রকৃতিস্থভাবে।

শিকারা এসে গেছিল।

আমির আর রজ্জাক রওনা হল। তারা তিনজন ওদের বোটের সিঁড়ি অবধি এগিয়ে দিল।

আরিফের হঠাৎই মনে হল, এ সব আসলে স্বপ্ন। নইলে এরকম একটা জায়গায়, এরকম স্বপ্নের মত পরিবেশে কেউ মানুষ মারার কথা ভাববে কেন?

বেগ বলল, "ল্যাপটপ অন কর আরিফ। লেটস স্টার্ট আওয়ার জব"।

আরিফ ল্যাপটপ অন করল।

রাস্তায় বাচ্চারা এবং তাদের বাবা মায়েরা এসে জড়ো হচ্ছে। আর্মিও আছে। তবে খুব একটা হেলদোল নেই কারো। বাচ্চাদের অনুষ্ঠান বলেই হয়ত।

বেগ তবরেজকে ফোন করল। আরিফ ল্যাপটপে জে এন্ড কে পুলিশের ওয়েব সাইট খুলল।

বেগ বলল, "হ্যালো তবরেজ, নাও ইটস ইওর টার্ন।"

ওপাশ থেকে তবরেজ কিছু বলল।

বেগ বলল, "প্ল্যানটা সামান্য চেঞ্জ হয়েছে। রজ্জাক আনসারউদ্দিনকে মারার সঙ্গে সঙ্গে তুমি রজ্জাক আর আমিরকে উড়িয়ে দেবে। ওকে?"

আরিফ ছিটকে গিয়ে বেগের দিকে তাকাল।

বেগ ফোনটা রেখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "হোয়াট?"

আরিফ আয়েষার দিকে তাকাল, "কী বলছেন উনি?"

আয়েষা বলল, "মিরান সাব বলেছেন বেগ স্যারের কথা শুনে চলতে"।

কথাটা বলে আয়েষা মাথা নিচু করে ফেলল।

বেগ বলল, "স্টার্ট ইওর জব লিটল সেইন্ট। ডোন্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম"।

তীব্র মাথাব্যথাটা ফিরে এল আরিফের। সে বেগকে বলল, "ওদের কেন মারা হবে?"

বেগ হাসল, "টিম যত ছোট হবে, তত ভাল কাজ হবে"।

আরিফ বলল, "আপনি আমাকেও মেরে ফেলবেন?"

বেগ বলল, "দেশ যাকে চাইবে, তাকে দেশের জন্য সব কিছু ছাড়তে হবে। প্রয়োজন হলে মারতে হবে। প্রবলেম আছে?"

আরিফের মাথা কাজ করছিল না। সে আয়েষার দিকে তাকাল আবার। আয়েষা কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

সে আয়েষাকে বলল, "একটা প্যারাসিটামল দেবে?"

বেগ বিরক্ত গলায় বলল, "কিচ্ছু লাগবে না। কনসেনট্রেট অন ইওর জব"।

আরিফ বলল, "মাথা ধরে আছে। একটা ওষুধ খেলে ঠিক হয়ে যাবে"।

আয়েষা তাকে প্যারাসিটামল দিল।

আরিফ মণিটরে দেখল তবরেজ পূর্ব নির্ধারিত পজিশনে স্কুটিটা রেখে তড়িৎ গতিতে বেরিয়ে গেল।

রজ্জাক আর আমির পৌঁছে গেছে। সকাল আটটা বাজে। প্রচুর বাচ্চা আসতে শুরু করছে। লেকরোডে লোক গিজগিজ করছে।

আরিফ উঠে বলল, "আমি টয়লেট থেকে আসছি"।

বেগ বিরক্ত গলায় বলল, "তাড়াতাড়ি"।

আরিফ বাথরুমে ঢুকে কমোডে বসল। তার মাথা কাজ করছে না। এই তো সকালেও রজ্জাক আর আমিরের সঙ্গে কথা হল, কিছুক্ষণ আগেও কথা হল, ওদের এত সহজে মেরে ফেলতে বলে দিল বেগ?

বমি হয়ে গেল আরিফের। মিনিট পাঁচেক বাথরুমে কাটানোর পর বেরোল ।

আয়েষা তাকে বলল, "এখন সুস্থ লাগছে?"

যন্ত্রণায় আরিফের মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছিল।

সে বেগের দিকে তাকিয়ে বলল, "আই জাস্ট টুক মাই ডিসিশন। আই কুইট। আমি এই কাজটা করতে পারব না"।

বেগ তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, "চুপ করে এখানে বস। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া তুমি কী বলছ?"

আরিফ বলল, "জানি। আমি নীরিহ শিশুদের মারতে পারব না। আমির এবং রজ্জাকের গায়েও হাত দিতে দেব না। আপনি তবরেজকে বলুন আমির আর রজ্জাককে যেন কিছু না করে"।

বেগ কড়া গলায় বলল, "জাস্ট সিট হিয়ার, এন্ড লিসেন টু মাই অর্ডার"।

আরিফ আয়েষার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেশের মানুষের কথা ভেবে বাচ্চাদের মারতে হবে? এটা মেনে নিতে হবে? আমার না হয় দেশের লোক না আয়েষা, কিন্তু এরা তো কাশ্মীরি বাচ্চা! তুমি এটা কী করে করবে?"

বেগ এবার জোরে হেসে উঠল। বলল, "আমি জানতাম, এই জেনারেশনের ছেলেরা এরকমই হয়। দেশের জন্য এদের কোন রকম আবেগ কাজ করে না। ঠিক আছে। ওয়েট"।

বেগ ফোন বের করল। বলল, "মিরান সাব? আপনার ঘোড়া বিগড়েছে। ব্যবস্থা করুন"।

ফোনটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বেগ বলল, "এই নাও"।

আরিফ কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা নিল। মিরান সাহেব নরম গলায় বলল, "কী হয়েছে আরিফ?"

আরিফ বলল, "এই কাজটা বন্ধ করুন জনাব। প্লিজ। রজ্জাক আর আমিরকে কেন মারা হবে? "

মিরান হেসে উঠল, "ইউ আর সো ইনোসেন্ট আরিফ। আচ্ছা একটা কাজ কর, বেগ সাবের গ্যালারিতে একটা ভিডিও আছে। দেখো।"

আরিফ ফোনটা কেটে বেগের হাতে দিয়ে বলল, "মিরান সাব বললেন আমাকে কী একটা ভিডিও দেখাতে। দেখান"।

বেগের যেন কিছু মনে পড়ল, এরকম মুখ করে বলল, "ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক। এই দেখো"।

ফোনে একটা ভিডিও বের করল বেগ। বিস্ফারিত চোখে আরিফ দেখল তার বাবা মা কে মেক আপ করানো হচ্ছে। মৃত সাজিয়ে শুটিং করা হয়েছে।

সে চেঁচিয়ে উঠল, "এর মানে?"

বেগ কাঁধ ঝাঁকাল, "আমাদের তোমাকে দরকার ছিল। আমরা জানতাম তুমি এরকম করবে। সিম্পল। তবে তুমি যদি এখনো আমাদের সহযোগিতা না কর, তাহলে যেটা আগে দেখেছিলে, সেটা করতে আমাদের এক সেকেন্ড লাগবে আরিফ। ওরা মিরানের কাস্টডিতেই আছে। নাও ইউ ডিসাইড, কী করবে"।

আরিফ বলল, "আমি আমার বাবা মার সঙ্গে কথা বলতে চাই"।

বেগ বলল, "ডোন্ট ওয়েস্ট টাইম। সারাজীবন পড়ে আছে কথা বলার জন্য"।

আরিফ বলল, "আমি কিচ্ছু শুনতে চাই না। আমি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই"।

বেগ বলল, "আমি বলছি তুমি এখানে এসে বস। নাও"।

আরিফ কয়েক সেকেন্ড বেগের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর এসে চেয়ারে বসল। বেগ তার কাঁধ চাপড়ে বলল, "দ্যাটস লাইক এ গুড বয়"।

আমির আর রজ্জাক লেক রোডে ক্যামেরা পজিশনের কাছে হাঁটতে শুরু করেছে। স্বেচ্ছা সেবকরা বাচ্চাদের জড়ো করছে। আটটা পঁয়ত্রিশ বাজে।

কিছু কিছু বাচ্চা ভীষণ দুরন্ত। কেউ লাফাচ্ছে। কেউ দৌড়চ্ছে। কেউ কান্না জুড়েছে। আরিফ আয়েষার দিকে তাকাল। আয়েষা তার দিকে। আয়েষার চোখ ছলছল করছে।

আরিফ চোখ বন্ধ করল। আব্বুর কথা মনে পড়ছে খুব। অনেক কষ্টে কান্না আটকাল এ।

নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছা করছিল তার। ওরা যে তার পরিবারকে আটকে রেখে দিয়েছে সেটা কিছুতেই বুঝতে পারল না সে? এত খেটে পড়াশুনা করে শেষে সে শিশুহত্যা করবে?

বেগ রজ্জাককে ফোন করছে ক্যামেরা দেখে। আরিফ দেখল ল্যাপটপের পাশে একটা পেপারওয়েট আছে।

সেটা তুলে নিয়ে সে সজোরে বেগের মাথায় মারল। বেগ শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল।

আয়েষা তার হাত জড়িয়ে ধরল, "কী করছো আরিফ?"

আরিফ বেগকে লাথি কষাল জোরে। বেগ ককিয়ে উঠল। আরিফ বলল, "আই অ্যাম নট ডুইং দিস আয়েষা। সরি"।

আয়েষা তার দিকে রিভলভর তাক করল। শক্ত গলায় বলল, "সরি আরিফ"।

আরিফ বলল, "ডু হোয়াটেভার ইউ ক্যান ডু। আমি এটা হতে দেব না"।

আরিফ ঘর ছেড়ে বেরোতে গেল।

আয়েষা গুলি করল। তার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

মেঝে থেকে বেগ চেঁচিয়ে উঠল, "স্টপ হিম। শ্যুট হিম আয়েষা।

নাও"।

আরিফ পিছন ফিরে আয়েষার দিকে তাকাল। আয়েষা তার দিকে তাকিয়ে আছে। আরিফ বলল, "আমার ধর্ম শিশুদের মারতে বলে না। আমার ধর্ম বলে না নিস্পাপ কাউকে মেরে কোন রকম জিহাদ হয়। আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয়, জিহাদ মানে নিজেদের ভেতরের কালোটাকে ধ্বংস করে দেওয়া। আমার আব্বু আমাকে শিখিয়েছেন আয়েষা। আমি বেঁচে থাকতে কোন শিশুর কিছু হতে দেব না। তার থেকে তুমি আমাকে মেরে ফেল। কিন্তু জীবিত অবস্থায় কিছুতেও আমি এটা হতে দেব না"।

বেগ চেঁচিয়ে উঠল, "কী হল আয়েষা? শ্যুট হিম। আমি বলছি, মারো ওকে"।

আয়েষা একটু থমকাল। একবার আরিফ, আরেকবার বেগের দিকে তাকাল।

বেগ বলল, "শ্যুট হিম স্টুপিড গার্ল। হোয়াট আর ইউ ওয়েটিং ফর? গদ্দার হে ইয়ে লড়কা"।

আয়েষা চোখ বন্ধ করে আরিফের দিকে বন্দুক তাক করল।

আরিফ নড়তে পারছিল না। তার পা যেন হাউজবোটের মেঝেয়ে কেউ শক্ত কোন আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে। চোখ বন্ধ করল সে। এরকম মৃত্যু হবে সে কল্পনাও করে নি কোন দিন।

তবু শিশুহত্যার রক্তের দাগ হাতে লেগে থাকার চেয়ে এই মৃত্যু অনেক সম্মানজনক। আল্লাহকে ডাকতে শুরু করল আরিফ।

তিনবার গুলি চালানোর শব্দ শুনল আরিফ। হতভম্ব হয়ে চোখে খুলে দেখল বেগের কপালে তিনটে বুলেট গেঁথে দিয়েছে আয়েষা।

আয়েষা আরিফের দিকে তাকিয়ে হাসল, "স্পেশাল ট্রেনিং নিয়েছি ছ মাস ধরে। চাইলে প্রথমবারে তোমাকেই মারতে পারতাম। ভাগ্যিস সাইলেন্সার ছিল। নইলে এতক্ষণে সবাই জেনে যেত। যাই হোক, এবার কী করবে?"

আরিফ বেগের ফোনটা নিয়ে কানে দিল, "হ্যালো"।

কানেকশনটা কেটে গেছে। আরিফ বলল, "শিট"।

রজ্জাককে মণিটরে দেখা গেল। সে বারবার ফোন করতে চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

আয়েষা বলল, "লেটস গো আরিফ। উই হ্যাভ টু গো। নইলে সব শেষ হয়ে যাবে"।

দৌড়ে বেরোল তারা। একটা শিকারা যাচ্ছিল। আরিফ চিনতে পারল। আগের দিনের ছেলেগুলো যারা ফটো তুলবে বলে বায়না করছিল। আরিফ ডাকল, "জলদি, জলদি এদিকে এসো। প্লিজ"।

ছেলেগুলো শিকারা নিয়ে এসে খুশি গলায় বলল, "ফটো তুলবেন জনাব? এই তো বিবিজানভি আছেন সঙ্গে। দারুণ ড্রেস আছে।"

আরিফ লাফ দিয়ে শিকারায় উঠে আয়েষাকে বলল, "এসো। জলদি"।

আয়েষা আরিফের হাত ধরে শিকারায় উঠল"।

আরিফ বলল "যত তাড়াতাড়ি পারো আমাদের ওই স্টেজের ওখানে নিয়ে চল। জলদি"।

একটা ছেলে বলল, "কী হয়েছে?"

আরিফ রিভলভার বের করল পকেট থেকে, “যা বলছি কর”।

ছেলেদুটো ভয় পেয়ে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল। আয়েষা বলল, “ভয়ের কিছু নেই। শুধু জলদি চল। প্লিজ”।

নরম রোদ স্পর্শ করছিল তাদের। অপূর্ব প্রকৃতি আর মাইকের শব্দের মধ্যে দুটো ছেলে প্রাণপণে শিকারা বইতে লাগল।

আয়েষা আরিফের হাত ধরে বলল, “থ্যাঙ্ক ইউ আরিফ ফর রেসকিউইং মি”।

আরিফ উত্তর দিল না। তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছিল।

ন’টা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি আছে। সে চেঁচিয়ে উঠল, “জলদি”।

শিকারা জল কেটে এগিয়ে চলল পাড়ের দিকে। আটটা ছাপ্পান্নতে পাড়ে পৌঁছতেই আরিফ আয়েষাকে নিয়ে ঝাঁপিয়ে শিকারা থেকে নেমে দৌড় শুরু করল।

রাস্তা ভর্তি বাচ্চা। তাদের ঠেলে এগনো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। তবু তারা প্রাণপণে দৌড়ে স্কুটির কাছে গেল। আরিফের চোখ পড়ল আমিরের ওপর।

মিছিল শুরু হয়েছে। অসংখ্য বাচ্চা মিছিলে হাঁটতে শুরু করেছে। আমির পকেটে হাত দিতে যাচ্ছিল আরিফ ছুটে গিয়ে আরিফকে জড়িয়ে ধরল। ঘটনার আকস্মিকতায় চমকে গিয়ে আরিফ আমিরকে বলল, “তুমি এখানে? এখানে কী করছো?”

আরিফ বলল, "বেগকে মেরে দিয়েছি”।

আমির মাথায় হাত দিয়ে বলল, “ডু ইউ হ্যাভ এনি ফাকিং আইডিয়া, হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান?”

আয়েষা আমিরের দিকে তাকিয়ে বলল, “মিরান বলেছিল কাজ হলেই তোমাদের মেরে দিতে। আরিফ না থাকলে সেটাই করা হত”।

আমির বিস্মিত চোখে আয়েষার দিকে তাকাল। এতক্ষণে রজ্জাক দেখতে পেল তাদের। ছুটে এসে বলল, “কী হল?”

আমির রজ্জাককে বলল। রজ্জাক অবাক চোখে আরিফের দিকে তাকাল।

আমির বলল, “আমি আয়েষাকে বিশ্বাস করি না। দ্য মিশন মাস্ট গো অন”।

আরিফ বলল, “মিশন মাস্ট গো অন? এই বাচ্চাগুলোকে মারবে তুমি?

আমির কঠিন গলায় বলল, “আমি যে কাজের জন্য দেশ ছেড়ে এত দূর এসেছি, সে কাজ না করে কোথাও যাব না”।

আরিফ ঘড়ি দেখল। ন’টা বেজেছে। আরিফের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রজ্জাকের দিকে তাকাল।

আনসারউদ্দিন আসছে মিছিলে। হেঁটে হেঁটে। বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলাচ্ছে।

আমির রজ্জাককে বলল, “উই হ্যাভ টু ফিনিশ দ্য মিশন, দ্য ব্লাস্ট উইল হ্যাপেন। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। মিরান স্যার আমাকে কালকেই বলে দিয়েছিলেন, যাই হোক না কেন, কাজটা শেষ করতেই হবে। আয়েষা ইন্ডিয়ান স্পাই হতেই পারে। তোমাকে ভুল বুঝিয়ে কাজটা করছে। এনিথিং ক্যান হ্যাপেন”।

আয়েষার চোখ মুখ ফ্যাকাসে হয়ে এল। সে বলল, “কী? আমি স্পাই?”

আমির বলল, “এনিথিং ইজ ফেয়ার ইন লাভ এন্ড ওয়ার। তাই না আয়েষা? তুমি কিছুতেই এই মিশনটা মেনে নিতে পারছো না। তাই বেগ সাবকে মেরে এখন নতুন গল্প ফাঁদছো!”

মিছিলের ভিতর থেকে একজন কাশ্মীরি শিশু এসে আমির, রজ্জাক আর আরিফের হাতে একটা করে লাল গোলাপ দিল। আমির হতভম্ব হয়ে গোলাপটা দেখল কয়েক সেকেন্ড ধরে।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে সবাই সে দিকে তাকাল। তবরেজ বন্দুক তাক করেছিল তাদের দিকে। রজ্জাক তবরেজকে গুলি করে আমিরকে বলল, “দ্যাট মিনস দে আর রাইট আমির। লেটস অ্যাবর্ট দ্য মিশন”।

আমির বিস্মিত চোখে গোলাপটা দেখল কয়েক সেকেন্ড। পরক্ষণে ডিটোনেটরটা লেকের জলে ছুঁড়ে মারল।

প্রথমে কারো চোখে পড়ে নি। শব্দও পায় নি কেউ। রজ্জাকের রিভলভারে সাইলেন্সার ছিল।

মাটিতে পড়ে থাকা তবরেজের শরীর থেকে রক্ত বইতে দেখে বাচ্চারা কাঁদতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত জনতা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল। আনসারউদ্দিনের নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঘিরে ধরল।

রজ্জাক বলল, "লেটস গো। সময় বেশি নেই। চল"।

রজ্জাক দৌড় শুরু করল। বলল, "ফলো মি"।

আরিফ কেমন হতভম্ব হয়ে গেছিল। আয়েষা আরিফের হাত ধরে টান দিল। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল তারা।

কিছুটা যাওয়ার পর অটো পেল। অটোয় উঠে রজ্জাক বলল, "হজরত মসজিদ"।

লেক রোডে ততক্ষণে আর্মি নেমে গেছে।

২৯

দুপুর বারোটা। হজরত-ই-বাল মসজিদের সামনে বসে আছে তারা।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

আমির বলল, "এতক্ষণে আই এস আই আমাদের ছবি র'কে পাঠিয়ে দিয়েছে না?"

আয়েষা বলল, "কেউ না কেউ মারতই আমাদের। কাজ হয়ে গেলেই মেরে ফেলত। এই জন্যই চারজন নতুন রিক্রুট। তবরেজ ব্লাস্ট করতে পারত না, তাই আমিরকে আনা। আমিরকে একা পাঠানো যাবে না, তাই টিম তৈরী করা। কাছের লোক তবরেজ আনসারউদ্দিনকে মারলে তবরেজকে আর্মি মেরে দিত। কিন্তু তবরেজ আই এস আইয়ের পুরনো লোক। তাই রজ্জাককে আনা। ফুটেজ মোছার জন্য আরিফকে আনা, আর গোটা মিশনটার বন্দুক আমার কাঁধে রাখা যাতে ধরা পড়লে মিডিয়ায় বলতে পারে কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাজ।"

রজ্জাক হাসল, "হ্যাঁ"।

আমির বলল, "ইটস আ ফেইলড মিশন। আর বাই দ্য ওয়ে, রজ্জাকের বিয়েটাও খাওয়া হল না"।

আরিফ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে থেকে বলল, "কিন্তু আমরা জন্নত যাব। কোন নকল জন্নত না, ধর্মগুরুদের সাজিয়ে দেওয়া জন্নতে না। সত্যিকারের জন্নতে"।

আমির বলল, "মিরান সাবকে আমি চিনি আরিফ। ওরা তোমার আব্বু আম্মিকে এবার মেরে ফেলবে"।

আরিফ মাথা নিচু করল। দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল তার।

সেনার কনভয়ের হুটারের শব্দ শোনা গেল।

আমির হাসল, "ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ইজ গুড। ভেরি গুড"।

আরিফ বলল, "প্রার্থনা শুরু করি তাহলে?"

চারজন অস্ত্র সরিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসল রাস্তার উপরেই। মসজিদের দিকে মুখ করে প্রার্থনা শুরু করল।

ততক্ষণে এলাকা সেনার দখলে চলে গেছে...